# সূচিপত্র


| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | **বাংলা** | |
| | **বাংলা ১ম পত্র** | |
| ০১ | বাংলা ব্যাকরণ | ১৭ |
| ০২ | ভাব-সম্প্রসারণ | ৩৪ |
| ০৩ | সারাংশ/সারমর্ম | ৪৩ |
| ০৪ | বাংলা সাহিত্য | ৪৯ |
| | **বাংলা ২য় পত্র** | |
| ০৫ | ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ | ৭৮ |
| ০৬ | কাল্পনিক সংলাপ | ৮১ |
| ০৭ | পত্রলিখন | ৮৮ |
| ০৮ | গ্রন্থ-সমালোচনা | ৯৫ |
| ০৯ | রচনা/প্রবন্ধ | ১০৯ |
| | **English** | |
| | **Part - A** | |
| ০১ | Reading Comprehension | ১৫৭ |
| ০২ | Letter to the Editor | ১৮৪ |
| | **Part - B** | |
| ০৩ | Translations | ১৮৮ |
| ০৪ | Essay Writing | ১৯৯ |
| | **বাংলাদেশ বিষয়াবলি** | |
| ০১ | বাংলাদেশের ভূগোল | ২৫৩ |
| ০২ | জনমিতিক বৈশিষ্ট্য | ২৬১ |

| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০৩ | বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ২৭৫ |
| ০৪ | বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি | ২৭৯ |
| ০৫ | বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি | ৩০৩ |
| ০৬ | বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ | ৩১১ |
| ০৭ | বাংলাদেশের সংবিধান | ৩২৭ |
| ০৮ | সরকারের অঙ্গসমূহ | ৩৩৯ |
| ০৯ | বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক | ৩৪৯ |
| ১০ | রাজনৈতিক দলসমূহ | ৩৬০ |
| ১১ | বাংলাদেশের নির্বাচন | ৩৬৫ |
| ১২ | সমকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা | ৩৭১ |
| ১৩ | অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৩৭৬ |
| ১৪ | বৈশ্বিকায়ন ও বাংলাদেশ | ৩৮৩ |
| ১৫ | বাংলাদেশে নারী ইস্যু ও উন্নয়ন | ৩৮৯ |
| ১৬ | মুক্তিযুদ্ধ ও এর পটভূমি | ৩৯৩ |
| | **আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি** | |
| | **Section A: Conceptual Issues** | |
| ০১ | আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরিচিতি | ৪১২ |
| ০২ | বিশ্বের কর্মকসমূহ | ৪১৭ |
| ০৩ | ক্ষমতা ও নিরাপত্তা | ৪২৫ |
| ০৪ | প্রধান ধারণা ও মতবাদসমূহ | ৪৩৭ |

# সূচিপত্র


| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০৫ | বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি | ৪৪১ |
| ০৬ | আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক | ৪৪৭ |
| ০৭ | বৈশ্বিক পরিবেশ | ৪৫২ |
| **Section B: Empirical Issues** | | |
| ০৮ | জাতিসংঘ ব্যবস্থা | ৪৫৭ |
| ০৯ | প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক | ৪৬৬ |
| ১০ | বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৪৭৭ |
| ১১ | আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৪৮১ |
| ১২ | বিশ্বের প্রধান সমস্যা ও দ্বন্দ্ব | ৪৯০ |
| ১৩ | দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি | ৪৯৮ |
| ১৪ | আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ | ৫১২ |
| **Section C: Problem Solving** | | |
| ১৫ | সমস্যা সমাধান | ৫১৭ |
| **গাণিতিক যুক্তি** | | |
| ০১ | পাটিগণিত | ৫৩৫ |
| ০২ | বীজগণিত | ৫৪৩ |
| ০৩ | জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি | ৫৬৯ |
| **মানসিক দক্ষতা** | | |
| ০১ | ভাষাগত যৌক্তিক বিচার | ৫৮৯ |
| ০২ | সমস্যা সমাধান | ৬০১ |
| ০৩ | স্থানাঙ্ক সম্পর্ক | ৬০৯ |

| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০৪ | সংখ্যাগত ক্ষমতা | ৬২২ |
| ০৫ | বানান ও ভাষা | ৬৩৪ |
| ০৬ | যান্ত্রিক দক্ষতা | ৬৩৯ |
| ০৭ | বিবিধ | ৬৪৩ |
| **সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** | | |
| **Part - A** | | |
| ০১ | আলো | ৬৬০ |
| ০২ | শব্দ | ৬৬৬ |
| ০৩ | চুম্বকত্ব | ৬৭০ |
| ০৪ | অম্ল, ক্ষারক ও লবণ | ৬৭৪ |
| ০৫ | পানি | ৬৮২ |
| ০৬ | আমাদের সম্পদ | ৬৮৯ |
| ০৭ | পলিমার | ৬৯৭ |
| ০৮ | বায়ুমণ্ডল | ৭০০ |
| ০৯ | খাদ্য ও পুষ্টি | ৭০৬ |
| ১০ | জৈব প্রযুক্তি | ৭১৫ |
| ১১ | রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা | ৭২৩ |
| **Part - B & C** | | |
| ১২ | কম্পিউটার প্রযুক্তি | ৭৩২ |
| ১৩ | তথ্য প্রযুক্তি | ৭৪৭ |
| ১৪ | ইলেকট্রিক্যাল প্রযুক্তি | ৭৬৬ |
| ১৫ | ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি | ৭৮১ |

# ৪৬তম বিসিএস (লিখিত)

চাতক

## বাংলা

বিষয় কোড: ০০১
পূর্ণমান- ১০০
নির্ধারিত সময়- ৩ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ৫ × ৬ = ৩০

(ক) বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়াসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে বিদেশি শব্দের বানানের ছয়টি সূত্র উদাহরণসহ লিখুন।

(গ) নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধরূপে লিখুন:
*(i)* বিদ্যান ব্যাক্তিদের সৌজন্যতায় সবাই মুগ্ধ হয়।
*(ii)* তোমার কি হয়েছে, বলবে কি?
*(iii)* ইহার আবশ্যক নাই।
*(iv)* তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
*(v)* ঘটনার প্রেক্ষিতে কাজটি করলেও তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

(ঘ) নিচের প্রবাদ প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য রচনা করুন:
অসারের তর্জন-গর্জন সার; গরিবের ঘোড়া রোগ;
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ; বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া;
হিসেবের গরু বাঘে খায় না।

(ঙ) নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:
*(i)* মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। (যৌগিক)
*(ii)* ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)
*(iii)* যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। (সরল)
*(iv)* এভাবে সমাজ চলে না। (অস্তিবাচক)
*(v)* আমি এ ঘরে থাকব। (নেতিবাচক)

২। ভাব সম্প্রসারণ করুন: ২০
মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

৩। সারমর্ম লিখুন: ২০

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে-দেশে কত না নগর রাজধানী-
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে, বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র অরি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়িগ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অজয় উৎসাহে-
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বানী
কুড়াইয়া আনি;
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে,
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ৫ × ৬ = ৩০

(ক) বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?
(গ) বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা কী?
(ঘ) লোকসাহিত্য কী?
(ঙ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দিন।

কামিনী

# ৪৬তম বিসিএস (লিখিত)

## বাংলা

বিষয় কোড: ০০২
পূর্ণমান- ২০০
নির্ধারিত সময়- ৪ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ৫ × ৬ = ৩০

(ক) বাংলা ভাষায় শব্দ কী কী উপায়ে গঠিত হয়? উদাহরণসহ লিখুন।

(খ) বানান শুদ্ধ করে লিখুন এবং বানান ভুলের কারণ নির্দেশ করুন:
গীতাঞ্জলী, প্রতিযোগীতা, সূচীপত্র, শৃংখলা, পোষ্টমাষ্টার, ঐক্যতান।

(গ) নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:
*(i)* তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
*(ii)* শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।
*(iii)* ইদানিংকালে সমাজে মাদক ছড়িয়ে পড়েছে।
*(iv)* এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই।
*(iv)* সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
*(v)* দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ছেলেটি আরোগ্য হয়েছে।

(ঘ) প্রবাদগুলোর নিহিতার্থ লিখুন এবং বাক্যে প্রয়োগ করুন:
*(i)* এক যাত্রায় পৃথক ফল।
*(ii)* সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।
*(iii)* যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।
*(iv)* শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।
*(v)* খালি কলসি বাজে বেশি।
*(vi)* পর্বতের মুষিক প্রসব।

(ঙ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য রূপান্তর করুন:
*(i)* সকাল থেকে আমি বসে আছি। (প্রশ্নবাচক)
*(ii)* রাতে আমার ঘুম আসে না। (যৌগিক)
*(iii)* এখান থেকে চলে যাও। (নেতিবাচক)
*(iv)* এই মাঠে একসময় আমিও অনুশীলন করতাম। (জটিল)
*(v)* তাকে ভোলা ঠিক হবে না। (অস্তিবাচক)
*(vi)* যখনই তুমি এলে, ছেলেটি দৌড় দিল। (সরল)

২। ভাব সম্প্রসারণ করুন: ২০
মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও।

৩। সারমর্ম লিখুন: ২০
অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা:
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

[পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ১০ × ৩ = ৩০

(ক) চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে লিখুন।

(খ) মনসামঙ্গল কাব্যের তিনজন কবির নাম লিখুন।

(গ) বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকান রাজসভার ভূমিকা আলোচনা করুন।

(ঘ) দোভাষী পুথির ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখুন।

(ঙ) আধুনিক যুগের সূচনায় পত্রপত্রিকার ভূমিকা কী ছিল?

(চ) 'ফররুখ আহমদ ইসলামি রেনেসাঁর মোড়কে মানবতার কথা বলেছেন।'-ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) সেলিম আল দীনের নিরীক্ষামূলক একটি নাটকের পরিচয় দিন।

(জ) সূর্যদীঘল বাড়ি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরুন।

(ঝ) ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(ঞ) প্রতিবাদী গান অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

৫। বাংলায় অনুবাদ করুন: ১৫

The best teachers have always emphasized the importance of self-culture and of stimulating the student to gain knowledge by the exercise of his own faculties. They have relied more upon training than upon talking and have tried to make their pupils active partners in the work of their own education but not passive receivers of information., This was 'the spirit in which Dr. Arnold, the great headmaster of Rugby, worked.

৬। ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি, চিত্র ও লেখা নিয়ে পিতা ও কন্যার মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ তৈরি করুন। ১৫

৭। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পরিপ্রেক্ষিতে বাজার নিয়ন্ত্রণের অভিমত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন। ১৫

৮। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত একটি সৃজনশীল অথবা মননশীল গ্রন্থের উপর সমালোচনা লিখুন। ১৫

৯। রচনা লিখুন (যে কোন একটি): ৪০

(ক) একুশ শতকের পৃথিবী: আমাদের প্রত্যাশা।

(খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও স্বাধীন গণমাধ্যম।

(গ) শ্রম অভিবাসন: সমস্যা ও সম্ভাবনা।

অধ্যায় ০১

# বাংলা ব্যাকরণ



## শব্দ গঠন

০১. বাংলা ভাষায় শব্দ কী কী উপায়ে গঠিত হয়? উদাহরণসহ লিখুন। [৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]
০২. বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়াসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৬তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
০৩. শব্দগঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
০৪. বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের উপায়গুলো কী কী? [৪৩তম বিসিএস]
০৫. শব্দ গঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
০৬. বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

নমুনা উত্তর:

**শব্দ গঠন:** পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়। এই শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াও যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে শব্দ তৈরির পদ্ধতিকে শব্দ গঠন বলে। শব্দ গঠনের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াগুলো হলো- সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ, বিভক্তি, ভাবানুবাদ ইত্যাদি। নিম্নে শব্দ গঠনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপায় আলোচনা করা হলো:

i. **সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন:** দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। **যেমন:** মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, কাজলের মতো কালো = কাজলকালো, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা ইত্যাদি।

ii. **উপসর্গযোগে শব্দ গঠন:** এই প্রক্রিয়ায় ধাতু বা শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। **যেমন:** অনু + গমন = অনুগমন, কু + পথ = কুপথ ইত্যাদি।

iii. **সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন:** এই প্রক্রিয়ায় পাশাপাশি দুটি ধ্বনির একত্রীকরণ ঘটে এবং নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়। **যেমন:** সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, সু + অল্প = স্বল্প ইত্যাদি।

iv. **প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** এ ক্ষেত্রে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। **যেমন:** কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন: **যথা:** √খেল্ + অনা = খেলনা, √চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু ইত্যাদি। তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন: **যেমন:** পশ্চিম + আ = পশ্চিমা, নাম + তা = নামতা, ঢাকা + আই = ঢাকাই ইত্যাদি।

v. **পদ পরিবর্তনের সাহায্যে:** পদ পরিবর্তনের মাধ্যমেও বাংলা শব্দ গঠিত হয়। **যেমন:** লোক (বিশেষ্য) > লৌকিক (বিশেষণ)। মূল (বিশেষ্য) > মৌলিক (বিশেষণ)।

vi. **দ্বিরুক্ত শব্দ বা দ্বিরাবৃত্তির মাধ্যমে:** দ্বিরুক্ত শব্দ বা দ্বিরাবৃত্তির মাধ্যমে বাংলায় প্রচুর শব্দ তৈরি হয়। **যেমন:** ভালো ভালো, মিটমাট, ফিটফাট ইত্যাদি।

vii. **পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন:** টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু, টো, গুলা, গুলো, গুলিন, টুকু, কেতা, পাটি ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক যোগে কোনো কিছুর নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। **যেমন:** কলম + টি = কলমটি, দুধ + টুকু = দুধটুকু, আম + গুলো = আমগুলো ইত্যাদি।

viii. **বহুবচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন:** বহুবচনবাচক শব্দযোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়। **যেমন:**

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| পাখি | পাখিসব |
| গ্রন্থ | গ্রন্থাবলি |
| বৃক্ষ | বৃক্ষরাজি |

ix. **বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন: যেমন:** লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা, হনন করার ইচ্ছা = জিঘাংসা, খ তে (আকাশে) চড়ে যে = খেচর ইত্যাদি।

০৭. বিদেশি উপসর্গযোগে ৬টি শব্দ গঠন করুন এবং উপসর্গসমূহ কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা লিখুন। [৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]

নমুনা উত্তর:

বিদেশি উপসর্গযোগে শব্দ গঠন:

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি- এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় বেমালুম মিশে গিয়েছে। বেমালুম শব্দটিতে 'মালুম' আরবি শব্দ আর 'বে' ফারসি উপসর্গ। এরূপ- বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি। নিচে বিদেশি উপসর্গযোগে ৬টি শব্দ গঠন করা হলো:

| ক্র.নং | উপসর্গ | উৎস | যে অর্থে প্রযুক্ত | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| i. | কার্ | ফারসি উপসর্গ | কাজ | কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি |
| ii. | দর্ | ফারসি উপসর্গ | মধ্যস্থ, অধীন | দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান |
| iii. | আম্ | আরবি উপসর্গ | সাধারণ | আমদরবার, আমমোক্তার |
| iv. | খাস | আরবি উপসর্গ | বিশেষ | খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার |
| v. | ফুল | ইংরেজি উপসর্গ | পূর্ণ | ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট |
| vi. | হর | উর্দু-হিন্দি উপসর্গ | প্রত্যেক | হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা |

০৮. কীভাবে সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]

০৯. সমাস দ্বারা শব্দগঠনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

নমুনা উত্তর:

সমাস কথাটির অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। পরস্পর অর্থসঙ্গতি সম্পন্ন দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন; বিলাত থেকে ফেরত = বিলাত-ফেরত, লেখা ও পড়া = লেখাপড়া ইত্যাদি।

সমাসযোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ:

**দ্বন্দ্ব সমাস দ্বারা:** যে সমাজে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। **যেমন:** ভাই ও বোন = ভাই-বোন, জায়া ও পতি = দম্পতি।

**কর্মধারয় সমাস দ্বারা:** যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। **যেমন:** সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ, কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি।

**তৎপুরুষ সমাস দ্বারা:** পূর্বপদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। **যেমন:** বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, বসতের নিমিত্ত বাড়ি = বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি।

**বহুব্রীহি সমাস দ্বারা:** সমস্যমান পদগুলোর অর্থ না বুঝিয়ে অন্য পদ বোঝালে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। **যেমন:** বহুব্রীহি = বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার, নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ ইত্যাদি।

**দ্বিগু সমাস দ্বারা:** সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। **যেমন:** তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা ইত্যাদি।

**অব্যয়ীভাব সমাস দ্বারা:** পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। **যেমন:** দিন দিন = প্রতিদিন, কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, বনের সদৃশ = উপবন, বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম, অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ ইত্যাদি।

# অধ্যায় ০৮

# গ্রন্থ-সমালোচনা



০১. সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত একটি সৃজনশীল অথবা মননশীল গ্রন্থের উপর সমালোচনা লিখুন। [৪৬তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

## দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গ্রন্থের নাম | : | দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ | প্রকাশক | : | প্রথমা প্রকাশন |
| লেখক | : | আকবর আলি খান | পৃষ্ঠা | : | ৪৪৭ |
| প্রকাশকাল | : | ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | মূল্য | : | ৮৫০ টাকা |

'দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' গ্রন্থটি লেখকের দারিদ্র্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণধর্মী একটি কাজ। গ্রন্থটিতে দারিদ্র্যের অতীত প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আকবর আলি খান (১৯৪৪-২০২২) একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে সরকারি আমলা, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে 'পরার্থপরতার অর্থনীতি', 'আজব ও জবর আজব অর্থনীতি', 'Gresham's Law Syndrome and Beyond' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখায় উদার নৈতিক বিশ্বব্যবস্থার আলোকে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থার সমসাময়িক সমস্যাগুলোর তথ্য ভিত্তিক ও যুক্তি নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুগোপযোগী সমাধান খুঁজে আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আলোচনায় সমাজতন্ত্র এবং উদারতাবাদের এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত।

১৫টি অধ্যায় সম্বলিত এই সৃজনশীল এবং মননশীল গ্রন্থটিতে লেখক দারিদ্র্যের সংজ্ঞা ও পরিমাপের বৈচিত্র্য, আধুনিক দারিদ্র্যের প্রকৃতি, বেকারত্ব ও বৈষম্যসহ বিভিন্ন জটিল বিষয় বক্তানিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এবং এই সকল সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। বইটি মূলত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য নিয়ে চারটি জনপ্রিয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। বইটি লেখা হয়েছে সাধারণ পাঠকের জন্য, দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যারা কাজ করছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য।

আকবর আলি খানের এই বইটিতে দারিদ্র্যকে কেবল ক্ষুধা বা খাবারের অভাব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, বরং বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষার অভাব এবং বঞ্চনার মতো বিভিন্ন মাত্রায় এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে সময়ের সাথে সাথে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। একসময় যা দারিদ্র্য হিসেবে বিবেচিত হতো, বর্তমানে তা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

বইটিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। আকবর আলি খান দেখিয়েছেন যে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার এবং বেসরকারি সংস্থা দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে, তিনি ক্ষুদ্রঋণের কার্যকারিতা নিয়ে প্রচলিত বিতর্কের একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এছাড়া, কুমিল্লা মডেলের মতো পুরোনো কিন্তু কার্যকর মডেলগুলো কীভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রেখেছিল, তা তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

বইটিতে ভবিষ্যতের দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, দারিদ্র্য কি একদিন জাদুঘরে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি প্রযুক্তির প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্বায়নের মতো বিষয়গুলো দারিদ্র্য নিরসনের পথে কী ধরনের নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে, তা আলোচনা করেছেন। লেখকের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য শুধু অর্থনৈতিক সমালোচনা উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও অপরিহার্য।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। অতীতে দারিদ্র্য বলতে মূলত ক্ষুধা বা খাবারের অভাবকে বোঝানো হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা অনেক বেশি বিস্তৃত। এখন এটি কেবল ক্ষুধার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগের অভাব, ধনবৈষম্য এবং বঞ্চনার মতো বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ, কেউ যদি পর্যাপ্ত খাদ্যও পায়, কিন্তু তার শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ না থাকে, তবে সেও দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বইটিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের কিছু জনপ্রিয় মডেল ও বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কোনো নির্দিষ্ট মডেলের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান না নিয়ে সেগুলোর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এই বিতর্কগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- **ড. ইউনূস ও ক্ষুদ্রঋণ:** গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ মডেল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কীভাবে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে, তার সাফল্য এবং এর সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা নিয়েও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
- **ফজলে হাসান আবেদ ও বেসরকারি সংস্থা (NGO):** ব্র্যাক-এর মতো বেসরকারি সংস্থাগুলো কীভাবে দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার প্রভাব ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেছেন।
- **আখতার হামিদ খান ও কুমিল্লা মডেল:** এই মডেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং কীভাবে এটি গ্রামীণ উন্নয়নে একটি সমন্বিত পদ্ধতির সূচনা করছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে।
- **দারিদ্র্য নিরসনে ইসলামি ব্যাংকের ভূমিকা:** প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে ইসলামি ব্যাংকিং কীভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনতে পারে, সেই বিষয়টিও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

অন্যান্য বইটির সাথে এই বইটির তুলনা করলে "দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনা করে না, বরং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। আকবর আলি খানের এই বইটি বৈশ্বিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্যকে উপস্থান করে যা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং দারিদ্র্য সম্পর্কিত যেকোনো বিতর্কে একটি মূল্যবান সংযোজন।

বইটি শুধু দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনা করে না বরং নামের সাথে এই বইটির বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য রয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করে এই বইটিতে দারিদ্র্যের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে; যা পাঠকদের এই সমস্যার সার্বিক দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। বইটি শুধু সমস্যার বর্ণনা করে না বরং এর কারণ, প্রভাব এবং সম্ভাব্য সমাধানের উপায়গুলোতেও আলোকপাত করে। যার ফলে পাঠকদের মাঝে একটি কৌতূহলের সৃষ্টি হয় যা তাদের এই বইটি পড়তে উৎসাহিত করে।'দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' নামকরণটি বইটির বিষয়বস্তু, ব্যাপ্তি, গুরুত্ব এবং বিশ্লেষণের দিক থেকে যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক।

একটি গ্রন্থ পাঠক মনে গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরি করে নেয়ার জন্য কতগুলো পূর্বশর্ত আছে- ভাষাশৈলী, সহজবোধ্যতা, তাত্ত্বিক আলোচনার সরল প্রকাশভঙ্গি, শব্দ ও বাক্য অলংকার এবং রস সৃষ্টির ক্ষমতা। এসব মাপ কাঠিতে বিবেচনা করলে দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রন্থটি পাঠকমনে গভীর দাগ কাটার যোগ্য। কেননা গ্রন্থটিতে এসব বৈশিষ্ট্যের সবগুলোর উপস্থিতি পাওয়া যায়। তবে কিছু বিতর্কিত বিষয়গুলোর সমাধানে লেখকের নিজস্ব মতামত আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার সুযোগ ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থটি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আকবর আলি খানের এক অনন্য সৃষ্টি। অর্থনীতির দুরূহ বিষয়গুলোকে সাধারণ মানুষের ভাষায় উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি দারিদ্র্যের প্রকৃতি এবং দারিদ্র্য নিরসনের উপায়গুলোকে সহজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই সৃজনশীল এবং মননশীল শিল্পকর্মটি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে আরেকটি সোনার পালক যুক্ত করেছে। সম্মানিত লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি গ্রন্থের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য।

**০২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত যে-কোনো গ্রন্থের সমালোচনা লিখুন।** **[৪৫তম বিসিএস]**

**নমুনা উত্তর:**

## লালসালু: কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রান্তিক জীবনের দর্পণ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গ্রন্থের নাম | : | লালসালু | প্রকাশনী | : | কমরেড পাবলিসার্স |
| লেখক | : | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ | পৃষ্ঠা | : | ১১০ |
| প্রকাশকাল | : | ১৯৪৮ | মূল্য | : | ১৫০ টাকা |

পূর্ববাংলার প্রথম উপন্যাস 'লালসালু', যা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রকে ধারণ করে রচিত হয়েছে। উপন্যাসের বিষয় বিবেচনায় এটি সামাজিক উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর এই 'লালসালু' উপন্যাসটি প্রকাশকালে ১৯৪৮ সালে প্রত্যাশিত পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি, তবে কয়েক বছরের ব্যবধানে দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে উপন্যাসটি বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

'লালসালু' উপন্যাসের ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলাদেশি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে নাটক: বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪); উপন্যাস: লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) এবং ছোটগল্প: নয়নচারা (১৯৪৫), দুইতীর ও অন্যান্য গল্প, গল্প সমগ্র।

Chapter 01

# Reading Comprehension

## 46th BCS



**Read the text below and answer the questions that follow:**

When scientists, health care providers, entrepreneurs, and other business and management talent consistently leave the country of birth for opportunities abroad, it creates persistent drag on the home country's economy and blights its growth. This phenomenon is popularly known as brain drain, a coinage of the British Royal Society in response to the emigration of scientists from the United Kingdom to the United States and Canada in the 1950s and to 60s.

Brain drain affects the home country and the companies within it in numerous and interconnected ways, making cause and effect difficult to disentangle. With a depleted entrepreneurial class, who is there to develop goods and services, create jobs, and drive economic growth? The departure of physicians and noises stresses the health care system and compromises public health. Scientists and technologists leave, taking with them not only the knowledge and skills they may have obtained at the states expense but also their capacity to drive the innovation that fuels economic development and international prestige.

Companies in places with high emigration rates also face significant challenges that stifle innovation and hinder execution on strategy. Among them, there are a more limited talent pool from which to hire and promote, and higher turnover among the ranks as employees seek opportunities outside the home country-employees that the business has spent time and money developing. An exodus of business and management talent deprive the home countries companies and especially start-up of the skills and savvy needed to grow and flourish.

One of the challenges in emerging economies - countries often spend scarce resources educating doctors, engineers, and scientists in the hope that they will build growth at home, only to watch in dismay as they migrate to the West.

This in turn becomes a vicious circle: home countries need talent to create opportunity, but without opportunity, talent gravitates to the bigger cities and better jobs elsewhere in the world.

Brain drain has long vexed the policymakers. Investments in education are seemingly squandered when the educated depart for greener pastures. But dialing down investment in education will not help grow the opportunity at home that would lure the best and brightest to remain.

Of course, remittances from emigrees mitigate some of the economic toll for instance, a study cited in 'The Economist found that Ghanaian emigrants sent home enough money over their working lives abroad to cover the cost of their education several times over.

And there are softer benefits of emigration. For example, they help build a country's prestige. Some 40 percent of graduates of India's elite engineering schools migrate to silicon valley. There they have furnished the country's image and fueled investments in it.

Still, brain drain is an issue countries and companies need to tackle, to turn a vicious circle into a virtuous one. Even though brain drain affects developed countries such as New Zealand, where nearly a quarter of college graduate emigrate, brain drain has a greater impact on developing countries. Hence, the need to reverse it is stronger and more urgent.

So what can countries and companies that see their best and brightest leave do in response, what can they do to reverse the brain drain?

The first imperative for policymaker is to create opportunity and a critical mass of the educated and entrepreneurial. Taiwan's example is particularly instructive. Aided by a growing economy, Taiwan has been able to stem the flight of its top talent. The country forged business friendly policies that encouraged entrepreneurs to stay and emigrants to return. It founded the Hinschu science-based Industrial Park in 1980, with the goal of replicating the density of talent found in Silicon Valley and other hotbeds of technological innovation.

1. **Answer the following questions in your own words without copying any sentence from the passage. Copying from text above may affect the evaluation.** **3×10=30**

**(a)** Define reverse brain drain.

**Answer:** Reverse brain drain is the process by which skilled professionals who previously left their home country for better opportunities abroad return to contribute their knowledge, skills, and investments toward the development of their native country.

**(b)** Name the organization that coined the phrase 'brain drain'. What was the ground behind its doing so?

**Answer:** The British Royal Society coined the term "brain drain" in response to the migration of scientists from the United Kingdom to the United States and Canada during the 1950s and 60s, causing a loss of intellectual resources.

**(c)** What is the impact of brain drain on the home country?

**Answer:** Brain drain weakens a country's economic potential, drains its health care and innovation sectors, and causes a shortage of skilled professionals like doctors, scientists, and entrepreneurs, thereby hindering development and growth.

**(d)** How do the companies of a home country suffer as a result of exodus of business and management talent?

**Answer:** Companies struggle with a shrinking talent pool, increased employee turnover, and the loss of resources invested in training workers who leave for better jobs abroad. This slows innovation and limits growth, particularly in startups.

**(e)** How does the diaspora of scientists and technologists affect the home country?

**Answer:** The departure of scientists and technologists results in a loss of technical expertise, intellectual capital, and innovation potential. This negatively affects research, technological advancement, and the country's international reputation. Moreover, many were trained with public funds, so their exit also deprives the state of a return on that investment and weakens the innovation engine needed for economic growth and prestige.

**(f)** What is the vicious circle mentioned in the passage? How can the affected countries break the circle?

**Answer:** The vicious circle refers to the cycle where lack of opportunities leads to brain drain, and brain drain further reduces opportunities. Countries can break this cycle by creating more jobs, supporting entrepreneurship, and making the environment attractive for talent to stay or return.

**(g)** Does brain drain occur only in the developing countries? Give reasons for your answer.

**Answer:** No, brain drain also affects developed countries like New Zealand, where a significant number of educated individuals emigrate. However, its impact is more severe in developing nations due to their fragile economies and dependence on limited skilled human resources.

**(h)** To what extent can the emigrees contribute to the economy of their home countries?

**Answer:** Emigrants can help the economy by sending remittances that can even cover the expense of their schooling. They also establish worldwide networks and can bring back expertise and investment when they return home. As stated in the paragraph, Ghanaian emigrants have sent amounts that more than pay their school fees; in addition to money, their success overseas can help the country's image and attract further investment.

**(i)** What are softer benefits of emigration of the home country?

**Answer:** Emigration enhances the global image of the home country and builds international prestige. For example, Indian engineers in Silicon Valley promote investment and boost the reputation of Indian institutions.

**(j)** What strategies made Taiwan successful in stemming the tide of exodus of its top talent?

**Answer:** Taiwan implemented business-friendly policies, created incentives for returnees, and established a science-based industrial park to foster innovation. These steps created a rich environment for professionals to work and stay.

2. **Write the contextual meaning of the following words in English (the words are underlined in the text):** **1×5=5**

**(a)** depleted **(b)** turnover **(c)** gravitate **(d)** greener pasture **(e)** critical mass

**Answer:**

| Given words | | Meaning |
|---|---|---|
| **(a)** Depleted | : | Drained or reduced in number, especially due to migration. |
| **(b)** Turnover | : | The rate at which employees leave and are replaced in a company. |
| **(c)** Gravitate | : | To be naturally attracted or drawn toward. |
| **(d)** Greener pasture | : | A metaphor for better opportunities or more favorable conditions elsewhere. |
| **(e)** Critical mass | : | The minimum size or amount of something needed to start or sustain a process (in this case, talent pool). |

3. **Mark the following sentences as true or false according to the text.** **1×10=10**

**(a)** In the text the 'country of birth' and 'home country' mean the same.
**(b)** Home country finds a way to disentangle the cause and effect of brain drain with the help of companies.
**(c)** Abroad going talents pool their ideas in startups only.
**(d)** According to the British Royal Society brain drain is departure of physicians, nurses, scientists and technologists into foreign countries.
**(e)** Companies face challenges as they invest in talent developing to make profit.
**(f)** Ghanaian emigrants set example by enrolling themselves to graduate courses.
**(g)** Nearly 40 percent of Indian citizens migrate to silicon valley.
**(h)** The one fourth of college graduates in New Zealand emigrate to another country.
**(i)** The policymakers hove almost nothing to do to tackle migratory talents.
**(j)** Attractive opportunities in native land would offset the urge of leaving home country.

**Answer:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(a)** TRUE | **(b)** FALSE | **(c)** FALSE | **(d)** FALSE | **(e)** TRUE |
| **(f)** FALSE | **(g)** FALSE | **(h)** TRUE | **(i)** FALSE | **(j)** TRUE |

4. **Change the following words as directed and make sentences with the changed words.** **2×5=10**

**(a)** Home (adverb)
**(b)** Opportunity (adjective)
**(c)** Vex (noun)
**(d)** Diaspora (adjective)
**(e)** Persistent (verb)

**Answer:**

| | | |
|---|---|---|
| **(a)** Home (Adverb - Home) | : | The residents were not home at the time of the burglary. |
| **(b)** Opportunity (Adjective - Opportunistic) | : | His opportunistic approach helped him climb the corporate ladder quickly. |
| **(c)** Vex (Noun - Vexation) | : | The constant delays caused great vexation among passengers. |
| **(d)** Diaspora (Adjective - Diasporic) | : | The diasporic community played a vital role in promoting their culture abroad. |
| **(e)** Persistent (Verb - Persist) | : | Despite many failures, she continued to persist in her efforts. |

5. **Give an antonym for each of the following words.** **1×5=5**

**(a)** Numerous **(b)** Departure **(c)** Seemingly **(d)** Encourage **(e)** Elite

**Answer:**
**(a)** Numerous – Few
**(b)** Departure – Arrival
**(c)** Seemingly – Actually
**(d)** Encourage – Discourage
**(e)** Elite – Common

6. **Write briefly the main idea of the above text. Add your comments. Give a suitable title to it. (all within 100 words)** **10+7+3=20**

**Answer:**

**Main idea:**
The passage shows how brain drain weakens a country by taking away skilled professionals needed for growth and progress. This loss affects the economy, healthcare, and innovation. While emigrants may send money home and improve their country's image abroad, the overall damage is still greater. The writer stresses that the answer is not to cut education but to create better opportunities so that talent stays at home.

**Comment:**
Brain drain is a real challenge, but it can be solved. With the right opportunities, countries can keep their best minds and even turn the loss into a gain.

**Titles:**

"The Vicious Cycle of Talent Exodus "

# অধ্যায় ০৪ বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

০১. দারিদ্র্য বিমোচন বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার গৃহীত কার্যক্রমগুলো আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

০২. দারিদ্র্য বিমোচন বলতে কি বুঝায়? [৩৭তম বিসিএস]

০৩. দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]

০৪. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বুঝেন? সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর বর্তমান চিত্র ফুটিয়ে তুলুন।

**নমুনা উত্তর:**

**দারিদ্র্য বিমোচন:** দারিদ্র্য বিমোচন হলো তথ্য, নীতি এবং কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত কাজের মাধ্যমে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা হ্রাস এবং তাদের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা। দারিদ্র্যের মূল কারণগুলোকে মোকাবেলা করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, আবাসন, পুষ্টিকর খাবার ইত্যাদির সুযোগ নিশ্চিত করাই হলো দারিদ্র্য বিমোচনের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন বলতে বিভিন্ন কৌশল যেমন-দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণকে বুঝায়।



**দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা**

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। বিভিন্ন সময়ের জরিপে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ পাশে দেখানো হল-

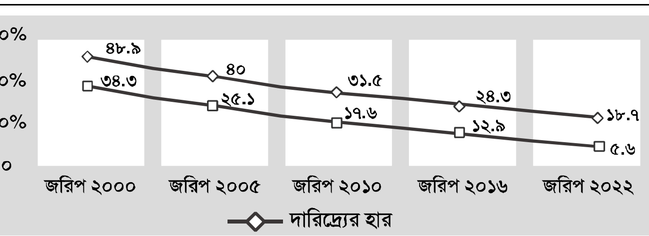


[উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ (খানা ও আয়-ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুসারে)]

**দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ**

**সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হয়। এটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তানীতির একটি অংশ, যার লক্ষ্য হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের **১৫(ঘ)** অনুচ্ছেদে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে সরকার সমাজে বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের বৃহৎ প্রচেষ্টা স্বরূপ 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' নামে এক বৃহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে **২০২৫-২৬** অর্থবছরের বাজেটে সরকার **১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৩১** কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

ক) সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের চিত্র

| অর্থবছর | বরাদ্দ (লাখ কোটি) | বাজেটের অংশ | জিডিপির অংশ |
|---|---|---|---|
| ২০২১-২২ | ১.০৭ | ১৭.৮৩% | ৩.১১% |
| ২০২২-২৩ | ১.১৪ | ১৬.৭৫% | ২.৫৫% |
| ২০২৩-২৪ | ১.২৬ | ১৬.৫৮% | ২.৮৪% |
| ২০২৪-২৫ | ১.৩৬ | ১৭.০৬% | ২.৫০% |
| ২০২৫-২৬ | ০.৯১ | ১১.৬০% | ১.৪৫% |

[তথ্যসূত্র: বাজেট-১ অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।]

২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাত থেকে সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদ দেওয়া হয়েছে। পেনশনের কথাও আলাদাভাবে বলা হয়েছে। পেনশন বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। পেনশনসহ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ হবে ১,১৬,৭৩১ কোটি টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো- দেশে বর্তমানে ১২৩টিরও বেশি Social Safety Net প্রকল্প চলমান আছে যার মধ্যে ৭৩টিরও বেশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অংশ। যার মধ্যে রয়েছে –

আর্থিক সাহায্য

| | |
|---|---|
| বয়স্ক ভাতা | চালু হয় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে। বর্তমানে ভাতার পরিমাণ মাসিক ৬৫০ টাকা |
| বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা | চালু হয় ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে। বর্তমানে ভাতার পরিমাণ মাসিক ৬৫০ টাকা |
| প্রতিবন্ধী ভাতা | চালু হয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ভাতার পরিমাণ মাসিক ৯০০ টাকা |
| মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | চালু হয় ১৯৯৬ সালে। যার আওতাভুক্ত ২ লাখ মানুষ। |
| মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি | (মাতৃত্বকালীন ভাতা, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা) বর্তমানে ভাতার পরিমাণ মাসিক ৮৫০ টাকা |
| প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি | বর্তমানে উপবৃত্তির পরিমাণ প্রাথমিক স্তরে মাসিক ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে মাসিক ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাসিক ৯০০ টাকা। উচ্চতর স্তরে মাসিক ১৩০০ টাকা। |
| হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন | প্রায় ৪৭৮৫ হিজড়াকে জীবনমান উন্নয়নে মাসিক ৬০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। |

[তথ্যসূত্র: সমাজসেবা অধিদপ্তর]

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচি:

| | |
|---|---|
| **খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি** | এই কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ের অতি দরিদ্র পরিবারগুলোকে (বিশেষ করে বিধবা, বয়স্কা, নারীপ্রধান ও নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মসংকটকালীন পাঁচ মাস ধরে তালিকাভুক্ত পরিবারগুলোকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল ১৫ টাকা কেজি মূল্যে সরবরাহ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। |
| **ওএমএস (টিসিবি)** | ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১ হাজার ৯০১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে OMS কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১ কোটি ২২ লক্ষ পরিবারকে ৩০ টাকা কেজি দরে মাসে ৫ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। |
| **পুষ্টিচাল বিতরণ** | বর্তমানে দেশের ২৩৩টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সারাদেশে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। |
| **কাবিখা ও কাবিটা** | দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তায় গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের কাজের বিনিময়ে চালু হয়েছে কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) ও কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) কর্মসূচি। ২০২৩-২৪ সালে কাবিটায় ১,৫১৪ কোটি টাকা ও কাবিখায় ১ লক্ষ টন চাল-গম বরাদ্দ হয়েছে; উপকারভোগী পরিবার ২,৫০,৮৫০টি। |
| **ভিজিএফ (VGF)** | দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে বিরত থাকা জেলে ও দরিদ্র মানুষকে উৎসবে সহায়তা দেয়া হয়। ২০২৩-২৪ সালে উপকারভোগী পরিবার ১,০০,৬৬,৯০০টি। |
| **টি.আর (TR)** | দুর্যোগকালে দরিদ্রদের নগদ অর্থ সহায়তায় টিআর কর্মসূচি চালু রয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে বরাদ্দ ১,৪৬৩.৭৬ কোটি টাকা; উপকারভোগী পরিবার ৯৭,২৫০টি। |

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]

**খ) কৃষি উন্নয়ন**

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কৃষকের উৎপাদন খরচ সীমিত রাখতে ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি  টাকা ভর্তুকি প্রদান করেছে। এছাড়া প্রতি বছর বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা কৃষিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষিতে বরাদ্দ ছিল ৩৮ হাজর ২৫৯ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫.৯%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য এখাতে ২৯ হাজার ৬২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

**গ) পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম**

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (CVDP)-৩য় পর্যায়, যেখানে গ্রামীণ দরিদ্র নারী-পুরুষকে বিশেষ, আয়বর্ধক ও ই-প্রশিক্ষণসহ মাসিক যৌথ সভার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

**ঘ) বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) মাধ্যমে কার্যক্রম**

পল্লি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১২২টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে।

ঙ) **পল্লি কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মাধ্যমে কার্যক্রম**
পিকেএসএফ দেশের অনগ্রসর জনগণের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফের ২৮৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৯৯.৬ লাখ সদস্যকে সেবা দেওয়া হয়েছে, যার ৯১.৮৩% নারী।

চ) **পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম**
পিডিবিএফ পল্লীর দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, আয়মূলক কার্যক্রম ও সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় সংরক্ষণ, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে পিডিবিএফের অন্তর্ভুক্ত সংগঠিত সুফলভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ, যার মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ নারী।

ছ) **মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)**: ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য আইন-বিধি প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, অন-সাইট ও অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

সরকার একদিকে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি একযোগে পরিচালিত হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ, অসহায় এবং ছিন্নমূল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানামুখী কর্মসূচি।



০৫. **সামাজিক অস্থিরতা বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ ও এর প্রতিকার আলোচনা করুন।**
**[৪৫তম, ৩৩তম বিসিএস]**

**নমুনা উত্তর:**
**সামাজিক অস্থিরতা:** সামাজিক অস্থিরতা বলতে মূলত সমাজের একটি অস্থিতিশীল অবস্থাকে বোঝায় যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত অর্থাৎ পুরো সমাজ ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করে।
পারিবারিক, সামাজিক অবক্ষয়জনিত একের পর এক বীভৎস ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে দেশ। হত্যা, ধর্ষণ, মব জাস্টিস, আত্মহনন, নৈতিক বিপর্যয় ও অধঃপতনের এক ভয়ানক চিত্র দেখা যাচ্ছে যা সামগ্রিক ভাবে অস্থির করে তুলছে পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে। একদল নিষ্পেষিত আবার একদলের আঙুল ফুলে কলাগাছ, স্বামীর হাতে স্ত্রীর খুন, জমিসংক্রান্ত বিরোধে লোমহর্ষক হতাহতের ঘটনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে গণধর্ষণ, মাদকের অবাধ ব্যবসা, চলন্ত ট্রেনে আগুন, অবৈধ অভিবাসী, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এসব কিছুই সামাজিক অস্থিরতার চিত্র।

**বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ**

**অর্থনৈতিক বৈষম্য:** সমাজে ধনী, গরীব দুটি শ্রেণি বিদ্যমান রয়েছে। একদলের ক্রমাগত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অন্যদলের সামাজিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে শোষিত গোষ্ঠীর জমানো ক্ষোভ সমাজকে অস্থির করে তুলছে।

**বেকারত্ব বা কর্মহীনতা:** বলা হয়ে থাকে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' – সামাজিক অস্থিরতা সহ নানা সামাজিক সমস্যার অন্যতম কারণ কর্মহীনতা বা বেকারত্ব।

**পারিবারিক বন্ধন:** পারিবারিক সহিংসতা ও পারিবারিক বন্ধন ঢিলে হওয়া, সন্তানদের মাদকসহ নানা ভাবে নেশাগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। আধুনিকতার এই যুগে ক্রমান্বয়ে পরিবারগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে সন্তানদের যথাযথ পরিচর্যার অভাব এবং নিঃসঙ্গতার কারণে বয়ঃসন্ধিকালে নানা ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হবার আশঙ্কা থাকে। যা সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

**রাজনৈতিক অস্থিরতা:** রাজনৈতিক অঙ্গনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা সমাজের স্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব তরুণদের বিভিন্ন অপরাধ কর্মে লিপ্ত করতে উৎসাহিত করে। চলন্ত ট্রেনে ও বাসে আগুন, হরতাল, ধর্মঘট, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপর হামলা, অন্তর্দলীয় কোন্দল সামাজিক অস্থিরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে।

**বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা:** সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির জন্য অন্যতম কারণ বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা। সমাজে ক্রমাগত অপরাধ বেড়েই চলেছে কিন্তু সঠিক সময়ে বিচার না হওয়ায় এবং অপরাধকারীরা সঠিক সাজা না পাওয়ার দরুন সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**জলবায়ু পরিবর্তন:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুহারা মানুষ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রাম থেকে মানুষ ক্রমাগত শহরে ভিড় করছে এবং জীবিকার জন্য একদল ছিন্নমূল মানুষের নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে যার মধ্যে মাদক, কিশোর গ্যাং সম্প্রতি অন্যতম যা সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করছে।

**তথ্যপ্রযুক্তি/সাইবার বুলিং:** বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ অনলাইন সংযোগের সুফল পাচ্ছে, একই সঙ্গে মোকাবিলা করছে সাইবার বুলিং ও অনলাইনে হয়রানির চ্যালেঞ্জও। বিশেষ করে নারীদের সঙ্গে সাইবার বুলিং ও অনলাইনে হয়রানির ঘটনা বেশি ঘটছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের পরিবার, সেই সঙ্গে পুরো সমাজ। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্টের (বিআইআইডি) এক গবেষণায় দেখা গেছে, অনলাইন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী নারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে সাইবার বুলিংয়ের শিকার।

এছাড়াও সামাজিক মূল্যবোধ হ্রাস, দারিদ্র্য, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি সমাজকে নানাভাবে অস্থির করে তুলছে।

**সামাজিক অস্থিরতার প্রতিকার**

**(i)** মানুষের অধিকার রক্ষায় মনোযোগ দেওয়া এবং মৌলিক অধিকার পূরণ করা।
**(ii)** জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা যা মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি করবে।
**(iii)** রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা যা শুধু বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা নয়- Indo Pacific অঞ্চলে একটি স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করবে।
**(iv)** সমাজে সকল প্রকার বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে।
**(v)** রাজনৈতিক সহনশীলতা যেকোনো একটি সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য অত্যাবশ্যক। ভিন্ন মতকে সমর্থন এবং দলীয় অন্তঃকোন্দল দূর করে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর কর যায়।
**(vi)** বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ জলবায়ু উদ্বাস্তু মানুষ। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আয় সুদৃঢ় করবে এবং সঠিক পুনর্বাসন এর মাধ্যমে এই অস্থিরতা কমানো সম্ভব।
**(vii)** মাদকের বিরুদ্ধে Zero Tolerance পদক্ষেপকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং রিহ্যাব সেন্টার গুলোতে তদারকি বাড়ানো।
**(viii)** বয়ঃসন্ধিকালে শিশুরা যাতে কোনো কিশোর অপরাধের সাথে জড়িত না হয়ে পড়ে এ ব্যাপারে পরিবারের সচেতন থাকা।
**(ix)** তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।
**(x)** অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই সমাজে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।
**(xi)** বেকার ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
**(xii)** Cyber Security Act-2025 এর মাধ্যমে সাইবার বুলিং, হ্যাকিং, অনলাইন হয়রানি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।
**(xiii)** বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে বড় ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হবার পর দ্রুত অপরাধীকে গ্রেফতার করে আইনের কাছে সোপর্দ করা এবং বিচারের ব্যবস্থা করা; সামাজিক অস্থিরতা দূর করায় ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। কেননা আইনি প্রক্রিয়া শুরুর মাঝপথে থেমে গেলে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা হীনতা বৃদ্ধি পায়।

সর্বোপরি সমাজের সকল শ্রেণির অংশগ্রহণ, নাগরিকের মধ্যে আইন মান্য করার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতা দূর করা সম্ভব।

**০৬. 'সুনীল অর্থনীত' কী? [৪৪তম, ৪৩তম বিসিএস]**
**০৭. টীকা লিখুন: সমুদ্র অর্থনীতি (Blue Economy) [৪০তম বিসিএস]**

**নমুনা উত্তর:**

**সুনীল অর্থনীতি:** সুনীল অর্থনীতি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি। সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি (Blue Economy) হলো অর্থনীতির এমন একটি বিষয় যেখানে একটি দেশের সামুদ্রিক পরিবেশ কিংবা সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই 'সুনীল অর্থনীতি' কিংবা 'ব্লু ইকোনমি'র আরেক নাম 'সমুদ্র অর্থনীতি'। ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম বেলজিয়ামের অধ্যাপক গুন্টার পাউলি তার বিখ্যাত বই Blue Economy-10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs -এ টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) ধারণা দেন। সমুদ্র থেকে আহরণকৃত যে সকল সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়, তা ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির পর্যায়ে পড়বে।

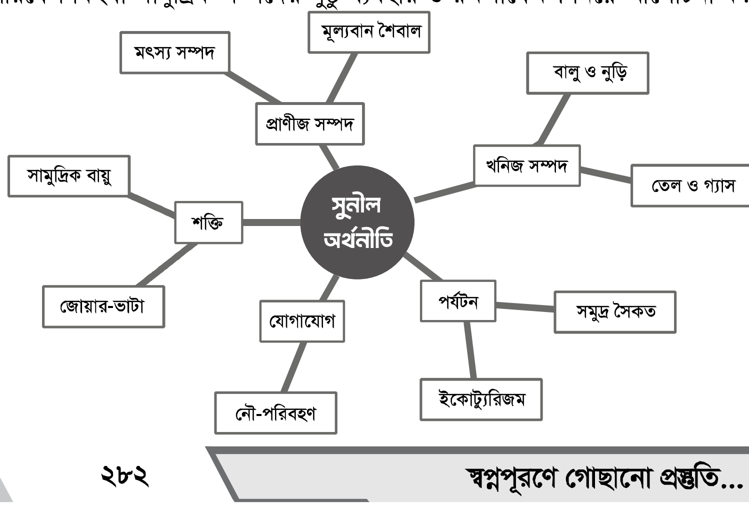

০৮. সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানি নিরাপত্তা, তেমনি বদলে দিতে পারে সামগ্রিক অর্থনীতির চেহারা। এমনকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব।

- বঙ্গোপসাগর হতে প্রতি বছর প্রায় ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরা হলেও আমরা মাত্র ০.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরতে পারছি। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে মাছ আহরণ বাড়বে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় অতি পরিভ্রমণশীল মৎস্য প্রজাতি এবং গভীর সমুদ্রে টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্যের প্রাচুর্য রয়েছে।
- সামুদ্রিক বিভিন্ন জীব থেকে কসমেটিক, পুষ্টি, খাদ্য ও ঔষধ পাওয়া যায়। মেরিন শেলফিশ, ফিনফিশ ফার্মিং করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। সামুদ্রিক বিভিন্ন শৈবাল থেকে ইতোমধ্যেই Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) যেমন omega 3 and omega-6 নামের antioxidants সমূহ বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে।
- প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে লবণ বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে।
- বঙ্গোপসাগরে ভারী খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারী খনিজের মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, জিরকন, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট,কোবাল্টসহ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এসব মূল্যবান সম্পদ সঠিক উপায়ে উত্তোলন করতে পারলে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।
- বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৯০ ভাগই সম্পন্ন হয় সামুদ্রিক পরিবহনের মাধ্যমে। বিশাল অর্থনৈতিক এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য দ্রুত স্থানীয় জাহাজ তৈরির কোম্পানিগুলোকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করে আরো উন্নতমানের বাণিজ্য জাহাজ বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।
- দেশে ৩০০ টি শিপ ইয়ার্ড ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বর্তমানে ছোট ও মধ্যম আকারের জাহাজ রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য বড় জাহাজ তৈরির সক্ষমতা অর্জনের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশ দূষণ রোধে পর্যাপ্ত গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- সমুদ্র নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের একটি বিশাল ভাণ্ডার। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকায়, সেখানে উইন্ড মিল স্থাপন করে নবায়নোযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যেতে পারে।
- সমুদ্রের ওয়েভ এবং জোয়ার-ভাটাকে ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এবং সমুদ্রের উপরের ও নিচের স্তরের তাপমাত্রার পার্থক্য থেকে Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এজন্য গবেষণার পাশাপাশি প্রচুর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- উপকূলীয় পর্যটন থেকে বিশ্বের জিডিপির প্রায় ৫% আসে এবং বিশ্বের প্রায় ৬-৭% মানুষের কর্মসংস্থান এই খাত থেকে হয়।

০৯. বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনাপূর্বক এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। [৪১তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে একটি দেশের অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানবসম্পদের উন্নয়নও বুঝায়। দেশ, জাতি ও সমাজের সকলস্তরে যে কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে প্রয়োজন পরিকল্পনা। সমাজের প্রয়োজনে এবং উন্নয়নে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। যে প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদ, উৎপাদন, কৌশল, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব কল্যাণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাকে জাতীয় উন্নয়ন বলা হয়।

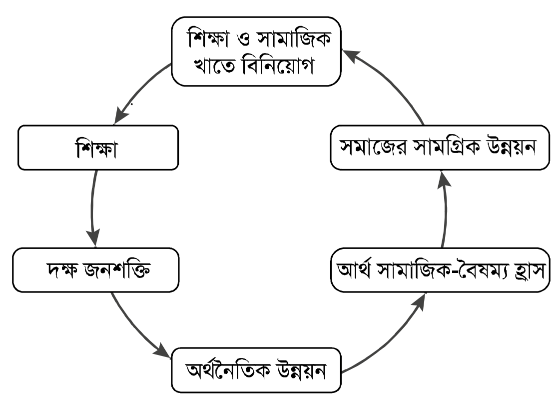

চিত্র: শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতির সম্পর্ক চক্রাকার

# অধ্যায় ০৭
# বাংলাদেশের সংবিধান

০১. 'সংবিধান' কাকে বলে? বাংলাদেশের সংবিধান প্রথম কবে চালু হয়? এর মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]

০২. বাংলাদেশ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ১২নং ধারাটি লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

০৩. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কী কী? [৪৩তম বিসিএস]

০৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহের বিবরণ দিন। [৩৭তম বিসিএস]

০৫. বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো কী কী? [৩৬তম বিসিএস]

০৬. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন। [৩২তম বিসিএস]

০৭. বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কী কী? [৩০তম বিসিএস]



নমুনা উত্তর:

**সংবিধানের সংজ্ঞা:** সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এ জন্য সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি (Governing Wheel of the State) । গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, "Constitution is the way of life that state has chosen for itself."

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের প্রথম বর্ষপূর্তি থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

**সংবিধানের মূলনীতিসমূহ:**

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে সেই সকল নীতিকে বোঝায় যেগুলো রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শিরোনামে ৮ হতে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত কতগুলো রাষ্ট্রীয় মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

**অনুচ্ছেদ-৮:** রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি: বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান মূলনীতি ৪টি;

- ✓ জাতীয়তাবাদ (অনুচ্ছেদ-৯)
- ✓ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি (অনুচ্ছেদ- ১০)
- ✓ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার (অনুচ্ছেদ-১১)
- ✓ ধর্ম-নিরপেক্ষাতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-১২)

**রাষ্ট্রের চার মূলনীতি**

- ◆ জাতীয়তাবাদ
- ◆ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
- ◆ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
- ◆ ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

**অনুচ্ছেদ-৯: জাতীয়তাবাদ–** ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

**অনুচ্ছেদ-১০: সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি–** মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

**অনুচ্ছেদ-১১: গণতন্ত্র ও মানবাধিকার–** প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র হবে এমন একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা হবে, এবং প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

**অনুচ্ছেদ-১২: ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা**– ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে

(ক) সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ করা হবে,

(খ) রাষ্ট্রের দ্বারা কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান করা হবে না,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করতে দেয়া হবে না,

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত চারটি নীতিকে রাষ্ট্রীয় মূল স্তম্ভ বলা হয়। তবে এই নীতিসমূহ হতে উৎসারিত অন্য নীতিগুলোও (অনুচ্ছেদ ১৩-২৫) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত হবে। এগুলো হলো:

**অনুচ্ছেদ-১৩: মালিকানার নীতি**– বাংলাদেশের মালিকানা নীতি হলো তিনটি- (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, (খ) সমবায়ী মালিকানা ও (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা।

**অনুচ্ছেদ-১৪: কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি**- রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা।

**অনুচ্ছেদ-১৫: মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা**- নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান ও যুক্তিসংগত মজুরি নিশ্চিত করা, বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্ব বা বার্ধক্যজনিত, মাতাপিতৃহীনতা কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

**অনুচ্ছেদ-১৬: গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব**- নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কৃষি বিপ্লব, বিদ্যুতায়ন, কুটির ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**অনুচ্ছেদ-১৭: অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা**- নিরক্ষরতা দূর করার জন্য একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বস্তরে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টি করার কার্যকর ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ-১৮: জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা**- জনগণের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং নৈতিকতার উন্নয়নের জন্য মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয়, স্বাস্থ্য-হানিকর ভেষজের ব্যবহার, গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**অনুচ্ছেদ-১৮(ক): পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন**- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।

**অনুচ্ছেদ-১৯: সুযোগের সমতা** – (১) সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং রাষ্ট্রের সব খাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

**অনুচ্ছেদ-২০: অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম** – (১) কাজ হচ্ছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। প্রত্যেকে যোগ্যতা অনুসারে ও কাজ অনুসারে তার নিজ কাজের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে। (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক- সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে।

**অনুচ্ছেদ-২১: নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য** – (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। (২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

**অনুচ্ছেদ-২২: নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ**- রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

**অনুচ্ছেদ-২৩: জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষণ**- জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণ, জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।

**অনুচ্ছেদ-২৩(ক): উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি**- উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।

**অনুচ্ছেদ-২৪: জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি সংরক্ষণ-** বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হতে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
**অনুচ্ছেদ-২৫: আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন-** জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এই সব নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তির ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো আইন নয় এবং আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হবে না। এই সংবিধান ও দেশের অন্যান্য আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এগুলো রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কাজকর্মের ভিত্তি হবে [অনুচ্ছেদ ৮(২)]।
এসব মূলনীতির কোনো শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা না থাকলেও জনগণের সার্বিক কল্যাণ-সাধানের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। শাসন কর্তৃপক্ষ এসব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আইনত দায়ী না থাকলেও ক্ষমতায় নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে এগুলো উপেক্ষা করতে পারেন না। কেননা, গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তিই হচ্ছে জনগণের আস্থা।

০৮. **'সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন'-ব্যাখ্যা করুন।** [৪৪তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**
**সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন:**
সাধারণ আইনের থেকে সংবিধানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশি। সংবিধানই যে দেশের সর্বোচ্চ আইন তা রাষ্ট্রকাঠামোয় মেনে নেওয়া হয়। যেমন: মার্কিন সংবিধানের ৬ (২) ধারায় সংবিধান অনুসারে প্রণীত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধিকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সম্পাদিত সমস্ত চুক্তিকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও সংবিধানের প্রাধান্য নীতি সুস্পষ্টভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে অন্যান্য আইন বৈধতা পেয়ে থাকে। সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ, রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন এবং ভারসাম্য নিশ্চিত করা হয়। সাংবিধানিক আইন জনগণের অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে এবং জনগণের পক্ষে ক্ষমতার প্রয়োগ সংবিধান অনুসারেই হয়। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭ অনুচ্ছেদের (২)** নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

*জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্য যে-কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে সেই আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।*

অর্থাৎ সাংবিধানিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন আইন বাতিল হবে। সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমেই অন্যান্য আইন বৈধতা পেয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোন আইন প্রণয়নের আগে সাংবিধানিক আইনকে বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করতে হয়। সংবিধান একটি দেশের মৌলিক কাঠামো রক্ষা করে এবং সে আইন প্রণয়নের জন্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে। যেকোনো আইন প্রণয়নের সময় সর্বদা সংবিধানকেই অনুসরণ করতে হয়। সর্বোচ্চ এবং প্রামাণ্য আইনের স্বীকৃতির জন্যই অন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধানকে অনুসরণ করা হয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন।

০৯. **"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যাখ্যা করুন।** [৩৬তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**
সংবিধান হচ্ছে যেকোনো দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল বা রাষ্ট্রীয় জীবনবিধান। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, "Constitution is the way of life that state has chosen for itself." বস্তুত সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের পথ প্রদর্শক। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই পথ নির্দেশক সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। **জনগণই এই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক বা উৎস।**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংবিধানের প্রাধান্য শিরোনামে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে প্রয়োগ করা যাবে।"** এই অনুচ্ছেদটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা শাসন ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে জনগণের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। কেননা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধান তথা শাসকগণ জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আইন পরিষদের সদস্যগণও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাই তারা তাদের সকল কাজের জন্য

জনগণের নিকট দায়ী ও জবাবদিহিতার পাশে আবদ্ধ। তবে এই জবাবদিহিতার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ নয় বরং পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল যার প্রকাশ ঘটে ভোট বা নির্বাচনের মাধ্যমে। জনগণ যাদের ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তারা যদি জনগণের চাহিদা ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পারেন তবে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ ভোট অস্ত্র প্রয়োগ করে তাদের বর্জন করে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারেন। আর এখানেই প্রতিষ্ঠা পায় জনগণের সার্বভৌমত্ব। এভাবেই পরোক্ষভাবে জনগণ হয়ে উঠেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক। অধিকন্তু বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ হওয়ায় সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অভিহিত করা, জন মতামত গ্রহণ, এমনকি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান করার ব্যবস্থাও রয়েছে। তাছাড়া জনগণের নির্বাচিত কোনো সরকার বা অন্যকোনো পথে ক্ষমতায় আরোহণকারী সরকারকে জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটাতে পারে। যা প্রকারান্তরে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ। পরিশেষে বলা যায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক।

**১০. সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]**

**১১. বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের বিধানাবলি বর্ণনা করুন।**

**নমুনা উত্তর:**

সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতির প্রকৃতি ও স্বরূপ যুগের সাথে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল তাই সংবিধানও কখনও স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে না। চাহিদার সাথে কিংবা শাসন ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখে সংবিধানও পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন ও পরিমার্জন হয়ে থাকে। প্রয়োজনে বিদ্যমান সংবিধান বাতিল করে সম্পূর্ণভাবে নতুন একটি সংবিধান গৃহীত হতে পারে। ফ্রান্সের সংবিধানই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে, এমন নজির পৃথিবীতে খুবই সামান্য।

**সংবিধান সংশোধনের বিধান:** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সকল লিখিত সংবিধানে সংশোধনী সংক্রান্ত বিধানও লিপিবদ্ধ থাকে। সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনে সব দেশ একই নিয়মকানুন অনুসরণ করে না; বিভিন্ন দেশে তা বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যায়। সাধারণ আইন যে নিয়মে তৈরি করা হয় সেই নিয়মে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সংবিধানের লিখিত অংশের (অল্প যা কিছু লিখিত) কোথাও সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন বা নতুন কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা অঙ্গরাজ্যসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ আইনসভা প্রথমে সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব আনবে অতঃপর বিশেষ কনভেনশনের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে, অঙ্গরাজ্যসমূহের আইন সভার তিন-চতুর্থাংশের অনুসমর্থনে সংশোধনী পাশ ও কার্যকর হয়। কোনো কোনো দেশে এ জন্য জনমত যাচাই বা গণভোটের (রেফারেন্ডামের) বিধান রয়েছে।

**বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি:** প্রত্যেক দেশের সংবিধানে সংশোধনের বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। একে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না। ১৯৭২ সালের সংবিধানেই সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি বিবৃত রয়েছে। সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ নং অনুচ্ছেদে সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "জাতীয় সংসদ আইন দ্বারা সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধিত বা রহিত করতে পারবেন। অর্থাৎ এ জন্য জাতীয় সংসদকেই উদ্যোগ নিতে হবে। সংসদের উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু শর্ত বা নিয়ম পালন করতে হয়। শর্তসমূহ হলো:

- **বিলের সম্পূর্ণ শিরোনাম:** সংশোধনীর জন্য আনীত বিলের সম্পূর্ণ শিরোনাম থাকতে হবে এবং সে শিরোনামে কোন বিধান বা কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যথায় বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না।
- **দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত:** বিলটি সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। তা না হলে অনুরূপ কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতিদানের জন্য উপস্থাপন করা যাবে না।
- **রাষ্ট্রপতির সম্মতি:** বিলটি যথা নিয়মে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করা হলে রাষ্ট্রপতি ৭ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দিবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি উক্ত ৭ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দিতে অসমর্থ হন তবে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

উপরিউক্ত নিয়মাবলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে একমাত্র জাতীয় সংসদই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। কিন্তু এসব নিয়মকানুন বাদেও ১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান এক আদেশ বলে ক্ষমতার প্রয়োজনে গণভোটের নিয়ম সংযোজন করেন যা পরবর্তীতে পঞ্চম সংশোধনীতে স্থান লাভ করে।

১২. সংবিধান অনুসারে হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে অপসারণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

২০১৪ সালের ষোড়শ সংশোধনী দ্বারা ৯৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে এটি বাহাত্তরের সংবিধানে যে রকম ছিল প্রায় সে রকম অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। অবশ্য, বাহাত্তরের সংবিধানে বিচারকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ছিল বাষট্টি; ১৯৮৬ সালের সপ্তম সংশোধনী দ্বারা বিচারকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা পঁয়ষট্টি এবং ২০০৪ সালে চতুর্দশ সংশোধনীর বিষয়ে দ্বারা তা সাতষট্টিতে উন্নীত করা হয়।

পরবর্তী ৩ জুলাই ২০১৭ সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত রায়ে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী (২০১৪) সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থি বিধায় বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে, ২০১৪ সালের ষোড়শ সংশোধনী দ্বারা আনীত ৯৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি বর্তমানে আর সংবিধানের অংশ নয়। আপিল বিভাগের রায়ের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২০১৪ সালের আগের ৯৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি সংবিধানে পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে রায়টির পুনঃবিবেচনা চেয়ে। পরবর্তীতে ২০ অক্টোবর ২০২৪ আপিল বিভাগ তাদের রায় বহাল রাখে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের ফলে উচ্চ আদালতের বিচারক অপসারণের ক্ষমতা আবার সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের হাতে ফেরত এসেছে ৯৬ (৩) অনুচ্ছেদ-অনুসারে, তবে শর্ত হলো এই যে, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে-দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁদের নিয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে কাউন্সিল যদি কোনো সময়ে কাউন্সিলেরই সদস্য এমন কোনো বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোনো সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে কাজ করতে অসমর্থ হন তাহলে কাউন্সিলের যাঁরা সদস্য আছেন তাঁদের পরবর্তী যে-বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।



**৯৬ (৪) অনুচ্ছেদ-অনুসারে কাউন্সিলের দায়িত্ব হলো নিম্নরূপ:**

(ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা, এবং কোনো বিচারকের অথবা কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত "হতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ছাড়া তাঁর পদ থেকে অপসারণযোগ্য নন এরূপ অন্য কোনো কর্মকর্তার, সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা

৯৬ (৫) অনুচ্ছেদ-অনুসারে যে-ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোনো সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ মনে করার কারণ থাকে যে কোনো বিচারক- (ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁর পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে অযোগ্য হয়ে পড়তে পারেন, অথবা
(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হতে পারেন, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করতে ও এর তদন্তফল তাঁকে জ্ঞাপন করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

১৩. অ্যাটর্নি-জেনারেল এর নিয়োগ প্রক্রিয়া ও তার দায়িত্বাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]

১৪. অ্যাটর্নি জেনারেলের কাজ কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগের ৫ম পরিচ্ছেদে ৬৪ নং অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেল পদের কথা উল্লেখ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অ্যাটর্নি জেনারেল থাকবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা। তিনি আইনগত দিক নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে আদালতে বক্তব্য পেশ করেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের ন্যায় মর্যাদা ভোগের অধিকারী হবেন।

**অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**

অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের প্রধান সরকারি আইন কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

(ক) অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

(গ) বাংলাদেশ সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে অ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

# অধ্যায় ০৯ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক

০১. পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বোঝেন? বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতি, উদ্দেশ্য, দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
০২. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি কী? আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
০৩. পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো বর্ণনা দিন। [২৭তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

**"The extension of domestic policy is foreign policy"**

*-বিসমার্ক, প্রুশিয়ার রাষ্ট্রনেতা ও তাত্ত্বিক*

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কাজে প্রণীত হয় পররাষ্ট্রনীতি। নিজের দেশের ভাবমূর্তি সৃষ্টির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সংগঠনে অংশ নেয় পররাষ্ট্র বিভাগ। পররাষ্ট্রনীতির দেখানো পথ অনুসরণ করে পররাষ্ট্র বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইত্যাদি পরিচালিত হয়।



**পররাষ্ট্রনীতি:** যে নীতি বা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে পররাষ্ট্র নীতি বলে।
জেমস রোজনাও-এর মতে,

*"পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি রাষ্ট্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি যার মাধ্যমে সে রাষ্ট্র বিশেষ কিছু স্বার্থ অর্জনে বদ্ধপরিকর হয়"।*

**বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতি / মূলভিত্তি**

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদ হল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে –

(i) অন্যান্য রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা করা।
(ii) অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
(iii) আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করা।
(iv) আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

**এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:**

**(i)** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে;
**(ii)** প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে;
**(iii)** সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করবে। আর এগুলোই হলো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার কৌশল।

খ. এছাড়া ৬৩ নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত নীতি বর্ণিত আছে। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এবং জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ উপরিউক্ত মূলনীতির উপর তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছে।

**বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য**

যেকোনো দেশ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অর্জনের জন্য তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশও এই নিয়মের বাইরে নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো এখানে আলোচনা করা হলো:

**রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি:** একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর তাকে বহুবিধ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ যাতে তার মর্যাদা বজায় রেখে বহির্বিশ্বে একটি মর্যাদাকর ভাবমূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে, যা এখনও অনুসৃত হয়ে আসছে।

**জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো এর জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। জাতীয় সম্পদের অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জন্য তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে তার সমুদ্রের তলদেশ ও অভ্যন্তরীণ জলসীমার মধ্যে অবস্থিত সম্পদসহ অন্য যেকোনো সম্পদের উপর যেকোনো রকম বৈদেশিক দখলদারিত্বের চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়। এভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব থাকে এর জাতীয় সম্পদগুলোকে সংরক্ষণ এবং সময় ও সুযোগ বুঝে এগুলোকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো।

**অর্থনৈতিক অগ্রগতি:** আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, কিন্তু এর মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়, তবে তা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সক্ষম হবে। বিশেষত বাংলাদেশের যে বিশাল মানব সম্পদ রয়েছে তাদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে সারা বিশ্বে প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে। আবার সহজ শর্তে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে তা দিয়ে এই বিপুল মানব সম্পদকে দেশেই যথার্থ উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়ে দেশের উৎপাদন বাড়ানো এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও সামনে রাখা হয়।

**রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা:** অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের জন্যও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টি পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা বলতে সাধারণত বোঝায় তার সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে নাগরিকদের জান মাল রক্ষা এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এমনভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে যাতে বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ একটি আত্মরক্ষায় সক্ষম সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দেশের ভাবমূর্তি অর্জন করতে পারে। এছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও প্রয়োজনে নিজেদের শক্তির মহড়া দেওয়া পররাষ্ট্রনীতিতে নিরাপত্তার খাতিরেই সংযোজিত হয়।

**নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা:** বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই কোনো না কোনো মতবাদ অনুসরণ করে অথবা প্রচলিত যেকোনো মতবাদের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের লক্ষ্য থাকে যেন ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক এ দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের কোনোটিই পুরোপুরিভাবে অনুসরণ না করা হয়। বরং দুইটি পদ্ধতির ভালো দিকগুলো নিয়ে একটি মিশ্র অর্থনীতিকে অনুসরণ করে থাকে।

**পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতা**

| | |
|---|---|
| **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে** | ▪ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব: দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ রয়েছে, যা জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে পররাষ্ট্রনীতিতেও পরিবর্তন ঘটে যা দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে।<br>▪ বিরোধী দলগুলো প্রায়শই সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে যা দেশের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। |
| **প্রাতিষ্ঠানিকদিক থেকে** | ▪ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানান জটিলতা ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের কারণে শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।<br>▪ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল। এর ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। |
| **অর্থনৈতিক শক্তির অভাব** | ▪ দুর্বল অর্থনীতি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্ষমতা ও প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করে।<br>▪ অন্যান্য দেশের উপর আর্থিক নির্ভরতা বাংলাদেশকে তাদের চাহিদা পূরণে বাধ্য করে।<br>▪ অর্থনৈতিক দুর্বলতা বাংলাদেশের কুটনৈতিক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। |

| | |
|---|---|
| আঞ্চলিক শক্তিগুলোর প্রতি নির্ভরতা | ▪ বাংলাদেশ আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিগুলো যেমন-ভারত, চীনের ওপর নির্ভরশীল। এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনা ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।<br>▪ এছাড়া এ অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব মোকাবেলা করাও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ওপর অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।<br>▪ IPS, Quad, BRI, IPEF ইত্যাদি সংগঠনে ভারসাম্য রক্ষা করে সম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রভাব মোকাবেলা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। |
| আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়মের প্রতি দুর্বল অবস্থান | ▪ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘে বর্ণিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কথা বলা হলেও বাংলাদেশ তার আইন অনুযায়ী তার দাবি বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারছে না।<br>▪ এটি রোহিঙ্গা সংকটের মতো জটিল সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে বাধা দেয়। |
| সামরিক শক্তির অভাব | ▪ দুর্বল সামরিক শক্তি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে।<br>▪ বাংলাদেশের চেয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সামকির ক্ষমতা বহুগুণ বেশি। সেজন্য বাংলাদেশের মধ্যে সবসময় নিরাপত্তাভীতি বিরাজ করে।<br>▪ জল, স্থল ও আকাশে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা এবং উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রের অভাব বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। |



**বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সীমাবদ্ধতা:**

**ভৌগোলিক অবস্থান:** ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান এমন একটি জায়গায় যেখানে ৩ দিক দিয়ে ভারতের অবস্থান। তাই যেকোনো নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

**আয়তনে ক্ষুদ্র:** বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ছোট দেশগুলোকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। তাই স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

**জলবায়ু পরিবর্তন:** জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জলবায়ুগত সংকটের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর সহযোগিতা বাংলাদেশের জন্য জরুরি। তাই পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে এই বিষয়টি উপেক্ষা করা চলে না।

**ইন্দো-প্যাসিপিক অঞ্চলের রাজনীতি:** বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম মঞ্চ ইন্দো-প্যাসিপিক অঞ্চল। আর এই অঞ্চলেই বাংলাদেশের অবস্থান তাই চীন-আমেরিকা দ্বন্দ্ব, ভারত-চীন দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের অবস্থানই বাংলাদেশের উপরে চীন, ভারত এবং আমেরিকা নজরের কারণ। আর এই অবস্থানই বঙ্গোপসাগরকে চীনের BRI এবং আমেরিকার IPS এর কেন্দ্র বিন্দু করেছে। তাই পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণে বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান বিবেচনায় রাখতে হয়।

**বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা:** কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দা যেকোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিসহ বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল বৈশ্বিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থাকে মাথায় রাখতে হয়।

**বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো:** বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করে তৈরি পোশাকের উপরে। আর তৈরি পোশাকের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মূলত ভারত এবং চীনের উপর নির্ভরশীল। তাই যেকোনো নীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় ভারত ও চীনের উপস্থিতি এড়িয়ে চলা যায় না।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রাখার উপর ভিত্তি করে প্রণীত। বর্তমানে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ভবিষ্যতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোরদারকরণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নীতিভিত্তিক ও কার্যকর পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক।

# অধ্যায় ১৬ মুক্তিযুদ্ধ ও এর পটভূমি

০১. ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম ও ঘটনাবলির বিবরণ দিন। [৪৩তম বিসিএস]

০২. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কী? ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়গুলো আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

০৩. ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমির বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস]

০৪. ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়গুলো আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]

০৫. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৮তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

*If blood is the price of independence, then Bangladesh has paid the highest price in history*

**- London Times (1971).**

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, বৈষম্য, বর্বরতা, নির্মমতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ দ্বারা এ সংগ্রাম পূর্ণতা লাভ করে।

**স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য**

- স্বাধীনতা ও মুক্তি শব্দ দুটি একে অন্যের পরিপূরক। দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশো বলেছেন, 'মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ' মানুষের এ স্বাধীন মন শৃঙ্খলাবদ্ধ শিকল ভেঙে উন্মুক্ত হতে সর্বদা ব্যাকুল। যেই স্বাধীনতাকে পেতে সংগ্রাম কি যুদ্ধ কোনোটিই তাকে বাঁধাগ্রস্ত করে না।
- স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। কোনো শাসকগোষ্ঠী দ্বারা দীর্ঘদিন অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ইত্যাদির শিকার হয়ে কোনো স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী স্বাধীনতার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যে সংগ্রাম ও সংগ্রামের লক্ষ্যে ত্যাগ স্বীকার করে সেটাই হলো স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিসর বিস্তৃত। কারণ সমাজে টিকে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের দ্বারা বেঁচে থাকতে হয়। কোনো ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়।
- অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধ একটি নির্দিষ্ট সামরিক প্রক্রিয়া যার জয় বা পরাজয়ের মধ্যে সমাপ্তি ঘটে। অন্যায়ের প্রতিবাদে মুক্তির ডাক দিয়ে মুক্তিকামী জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যে জয় লাভ করে তা হলো মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পরিসর সংকীর্ণ। নির্দিষ্ট একটি সময়ে যা দুই পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট একটি সামরিক অস্থিরতা, এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয়ের মধ্যে যার পরিসমাপ্তি ঘটে।

**১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়গুলো আলোচনা করা হলো-**

**১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও স্বপ্নভঙ্গ**

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ভারতীয় উপমহাদেশে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারত ও পাকিস্তান। ১২০০ মাইলের দূরত্ব উপেক্ষা করে শুধু ধর্মের বিবেচনায় গঠিত হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। কিন্তু এ মিলনেই যেন পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বেপরোয়া শোষণ, তাদের অনৈতিক ইচ্ছা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া, বর্বরতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সোচ্চার করে।

**ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ – ১৯৫২)**

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানে এটি ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সংঘাত শুরু করে শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। আটচল্লিশেই শুরু ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রের গুলিতে ছাত্র ও সাধারণ জনতার প্রাণ-দানের মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষার সম্মাননা এনে দেয় এবং জাতি হিসেবে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা করে।

**১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন**

পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বড় চারটি দল – আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও বামপন্থী গণতন্ত্রী দল একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে, যা মুসলিম লীগের বিপরীতে বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। এতে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ দফা – যার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান – বাস্তবায়নের পথে হাঁটতে শুরু করলে মাস খানিকের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার তা ভেঙ্গে দেয়।

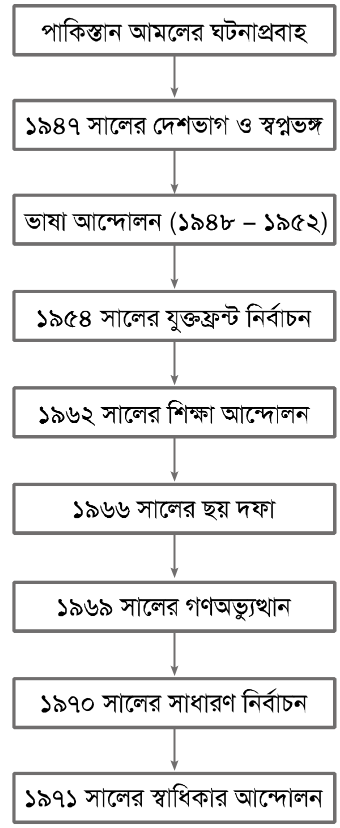


**১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন**

শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে এবং বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে আইয়ুব সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলে দেশব্যাপী আন্দোলন ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, এই কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে সে বছরই হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে সরকার।

**১৯৬৬ সালের ছয় দফা**

দেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য – পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান – এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সমাধানে লাহোরে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলীয় সম্মেলনে উত্থাপিত হয় ছয় দফা, ঐ বছর যা ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই দফাগুলোর সারকথা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রদান। ছয় দফার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে ০৭ জুন (ছয় দফা দিবস) হরতাল পালিত হয়, এতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ১১ জন নিহত হয়।

**১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান**

সমগ্র পাকিস্তানে – পূর্ব ও পশ্চিম – শুরু হয় স্বৈরাচার আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানে এর আগে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতিসহ ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে ১৯৬৯ সালে বিচার শুরু করা হয়। যা পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে; সারাদেশে তীব্র আন্দোলনে ২০ জানুয়ারি আসাদকে গুলি করে, ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। এছাড়া দেশব্যাপী আরো অনেকে নিহত হয়। তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে পরদিন সকলকে খালাস দেয়া হয়।

**১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন**

ঊনসত্তরের আন্দোলন স্বৈরাচার আইয়ুব খানকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের উক্ত অঞ্চল অঙ্গরাজ্য হিসেবে শাসনের আশ্বাস প্রদান করে। যথারীতি আয়োজিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের ১৬৭টি পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু জুলফিকার আলি ভুট্টোর প্ররোচনায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে ঝামেলা শুরু করে এবং নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার দায়িত্ব প্রদান করে টিক্কা খানকে – বেলুচের কসাই হিসেবে পূর্ব পরিচিত।

**১৯৭১ সালের স্বাধিকার আন্দোলন**

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরুর পর নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের পরিবর্তে নিজেদের রক্ষাই ছিল তৎকালীন এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান লক্ষ্য। যার প্রেক্ষিতে ১০ এপ্রিল গঠিত হয় প্রবাসী সরকার, যারা ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে এবং ১১ জুলাই গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। শত্রু বাহিনীর থেকে দেশকে উদ্ধার করতে দেশের বীর সাহসী সেনাদের সাথে সহায়তায় নামে আপামর জনতা। এদিকে থেমে ছিল না প্রবাসী সরকারের আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহায়তা যোগানোর কার্যক্রম। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের ভারতে আক্রমণ তাদের দ্রুত পরাজয় নিশ্চিত করে। বহু রক্ত ঝোড়ানোর পর অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর, বিকালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান বাহিনী; অবসান হয় বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরেই শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত ভিন্নতা বিভিন্ন পর্যায়ে দেখিয়ে দিয়েছে। পদে পদে বৈষম্য ও অবহেলা এদের মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। পাকিস্তান শাসনের তেইশ বছরে সংগঠিত আন্দোলন ও উল্লেখযোগ্য ঘটনার গুরুত্ব তাই আমাদের কাছে এত গুরুত্ববহ।

০৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত 'মুজিবনগর সরকার'-এর পরিচয় দিন। [৪৪তম বিসিএস]

০৭. মুজিবনগর সরকার বলতে কী বুঝেন? [৩৭তম, ৩৬তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার ভবেরপাড়া থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এটি ছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। ঐ দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ। এরপর ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে দেশি-বিদেশি প্রায় ৫০ জনের অধিক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে, যা ছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমের সূচনা।

**অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো:**

| পদ | দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানের নাম |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক | শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানি কারাগারে আটক) |
| উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) | সৈয়দ নজরুল ইসলাম |
| প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় | তাজউদ্দিন আহমেদ |
| পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় | খন্দকার মোশতাক আহমেদ |
| অর্থ - বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় | এম. মনসুর আলী |
| স্বরাষ্ট্র, কৃষি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় | এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান |
| সশস্ত্রবাহিনী প্রধান, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি | জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী |
| চিফ অব স্টাফ | কর্নেল (অব.) আব্দুর রব। |
| উপ-প্রধান সেনাপতি | গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার। |



০৮. কোথায় এবং কেন মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে? [৩৮তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

**মুজিবনগর সরকার গঠনের স্থান:** বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন, ভবের পাড়া, মেহেরপুর।

**সরকার গঠন:** ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

**শপথ গ্রহণ:** ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

**নিম্ন বর্ণিত কারণে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে-**

ক. আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়নে সামরিক-বেসামরিক ও কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

খ. মুক্তিযুদ্ধকে দক্ষতার সাথে সমন্বিতভাবে পরিচালনা।

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অস্ত্র সরবরাহ।

ঘ. দেশে ও বিদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসলীলা, নির্যাতন-নিপীড়ন সম্পর্কে প্রচার চালানো।

ঙ. পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের এদেশিয় সহযোগীদের অত্যাচারে ভারতে চলে যাওয়া শরণার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

চ. আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও বিদেশি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন।

ছ. মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা।

জ. বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানে বিশ্বনেতাদের দ্বারা চাপ প্রয়োগ।

ঝ. ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সহযোগী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা।

# অধ্যায় ০১ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরিচিতি (Introduction to International Affairs)

০১. 'আন্তর্জাতিক' ও 'বৈশ্বিক' ধারণার মধ্যে পার্থক্য কী? [৪৬তম বিসিএস]

নমুনা উত্তর:

'আন্তর্জাতিক' ও 'বৈশ্বিক' ধারণার মধ্যে পার্থক্য-

| বিষয় | আন্তর্জাতিক ধারণা | বৈশ্বিক ধারণা |
|---|---|---|
| সংজ্ঞা | 'আন্তর্জাতিক' শব্দটি দ্বারা দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সম্পর্ক, সহযোগিতা বা কার্যক্রমকে বোঝায়। | 'বৈশ্বিক' শব্দটি দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্ব বা পৃথিবীব্যাপী কার্যক্রমকে নির্দেশ করে যা সব দেশের উপর প্রভাব ফেলে। |
| প্রভাব ও পরিসর | ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত সংখ্যক দেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। | বৃহৎ পরিসরে বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে। |
| অংশগ্রহণকারী | স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। | সকল মানুষ, প্রতিষ্ঠান, ও রাষ্ট্র। |
| লক্ষ্য | আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়ন। | বৈশ্বিক সমস্যা সমাধান ও মানব কল্যাণ। |
| সংগঠন/কাঠামো | জাতিসংঘ, WTO, SAARC, OIC ইত্যাদি। | WHO, IPCC, UNDP, World Bank ইত্যাদি। |
| দৃষ্টিভঙ্গি | রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক। | পরিবেশ, প্রযুক্তি, মানবিক ও সামাজিক। |
| উদাহরণ | বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি, ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি চুক্তি। | গ্লোবাল ওয়ার্মিং, জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-19 এর প্রকোপ। |

০২. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৭তম বিসিএস]

নমুনা উত্তর:

**আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি শাস্ত্র বোঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, আইনগত সম্পর্ক এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমন-

**অ্যাডি এইচ. ডক্টর (Adi H. Doctor) এর মতে,** 'The study of international relation is mainly concerned with the study of actions, reactions and interaction among certain entities, usually national states.' অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত রাষ্ট্রগুলোর ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।'

**অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy Wright) এর মতে,** 'International relation is concerned with the study of the behaviour of groups of major importance in the life of the world.' অর্থাৎ 'বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত।'

**আন্তর্জাতিক রাজনীতি:** বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। এক রাষ্ট্রের আচরণের সাথে অন্য আরেক রাষ্ট্রের আচরণে কখনো সাদৃশ্য আবার কখনো বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আর এসকল রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যকলাপের সমষ্টিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং ঐ সকল রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসমষ্টির কর্মকাণ্ডই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানস জে. মরগ্যানথু তাঁর **'Politics Among Nations'** গ্রন্থে বলেছেন, 'International politics like all politics is a struggle for power, whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim.' অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো সকল রাজনীতির মতো ক্ষমতার লড়াই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য যাই-ই হোক না কেন ক্ষমতা অর্জন হচ্ছে এর আশু লক্ষ্য।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য-

| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | আন্তর্জাতিক রাজনীতি |
|---|---|
| (১) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধিক মাত্রায় অরাজনৈতিক। এটা আন্তর্জাতিক সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। | (১) আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত দিক নিয়েই প্রধানত আলোচনা করে। |
| (২) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল কাজ। | (২) আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। |
| (৩) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্র এবং পরিধি ব্যাপক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বের সব মানুষ, গোষ্ঠী, সংস্থা, সংগঠন ইত্যাদির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। | (৩) আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত অংশবিশেষ। তুলনামূলকভাবে এর পরিধি ও আলোচনার ক্ষেত্রও অনেক কম। |
| (৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামো অনেক বিস্তৃত। এটি বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক সংস্থা প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে। | (৪) আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। |
| (৫) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম অনেক। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ নির্দেশ করে/ নির্দেশনা দিয়ে বিশ্বকে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করা। | (৫) আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাধ্যম অপেক্ষাকৃত কম। এর উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিকভাবে সুনাম অর্জন করে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। |
| (৬) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উদ্বেগ, অশান্তি ও উত্তেজনার পথ পরিহার করে সর্বদা একটি শান্তির পরিবেশ কামনা করে। অনেক ক্ষেত্রে এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। | (৬) আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্বরাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য কখনো কখনো আদর্শ বা নীতিকে পরিত্যাগ করে। অনেক ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। |
| (৭) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। | (৭) আন্তর্জাতিক রাজনীতি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। |
| (৮) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৈশ্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। | (৮) আন্তর্জাতিক রাজনীতি সর্বদা নিজ রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে সে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিষয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না। |
| (৯) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণভাবে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। | (৯) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতা ও সংঘাতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। |

**০৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কে Anarchical Society ধারণাটি আলোচনা করুন।** **[৪১তম বিসিএস]**

**নমুনা উত্তর:**

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ‘Anarchical Society’ ধারণাটি মূলত Hedley Bull’ এর লেখা বই ‘The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics’ (1977) থেকে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করে। Anarchical Society বলতে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বা সরকার নেই এমন অবস্থা বোঝায়। কিন্তু তারপরও কিছু নিয়ম, প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও মান রয়েছে যা রাষ্ট্রগুলো মেনে চলে, যার মাধ্যমে এক ধরনের সমাজ গড়ে ওঠে-তাই একে ‘Anarchical Society’ বলা হয়।

**Anarchical Society এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:**

১. প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যায় না।
২. আন্তর্জাতিক সমাজে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বা বিশ্ব সরকার নেই।
৩. রাষ্ট্রগুলো কিছু সাধারণ নিয়ম ও চুক্তি মেনে চলে। যেমন- কূটনীতি, যুদ্ধের নিয়ম, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি।
৪. যদিও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল, তবুও সেখানে একটি স্বীকৃত শৃঙ্খলা বা ‘order’ বজায় রাখা হয়।
৫. ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে একক কোনো রাষ্ট্র বা জোট যেন আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করা হয়।

Anarchical Society ধারণাটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে একটি দ্বৈত প্রকৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করে-একদিকে নৈরাজ্য, অন্যদিকে সামাজিক শৃঙ্খলা। Hedley Bull দেখান যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং এটি নিয়ম, প্রতিষ্ঠান ও পারস্পরিক স্বীকৃতির উপরও নির্ভরশীল। এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল বাস্তবতা অনুধাবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০৪. **আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্রীড়াতত্ত্ব (Game Theory) বলতে কী বোঝেন?** [২০তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোচনার একটা পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো Game Theory। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অনেক সময় একটা গেম এর সাথে তুলনা করে একটি গাণিতিক মডেল (Model) এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়।

**১৯২১** সালে ফরাসি গণিতবিদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম ক্রীড়াতত্ত্বের (Game Theory) ধারণা দেন। ক্রীড়াতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জন ভন নিউম্যান। পরবর্তীতে অর্থনীতিতে ক্রীড়াতত্ত্বের প্রয়োগ করেন অস্কার মরগেনস্টার্ন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গেম থিওরির মূল বক্তব্য হলো, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে প্রাপ্ত অনেকগুলো ফলাফল হতে এমন একটি ফলাফল পছন্দ করা যাতে কেউই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে উভয়ই সর্বোচ্চ লাভবান হয়। **রবার্ট জে লিবারের মতে** 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির দরকষাকষি এবং দ্বন্দ্বের বিশেষ বিশ্লেষণই ক্রীড়াতত্ত্ব।'

ক্রীড়াতত্ত্ব হলো দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে সচেষ্ট হওয়া। অর্থাৎ ক্ষতির শিকার না হয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করাই ক্রীড়াতত্ত্বের সফলতা। ক্রীড়াতত্ত্বকে দুটি মডেলের সাহায্যে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমটি হলো- চিকেন মডেল এবং অপরটি হলো প্রিজনার্স ডিলেমা মডেল।

**ক্রীড়াতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ:** ক্রীড়াতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে **১৯৬২** সালে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময়। যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে হুঁশিয়ারি দেয় যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র না সরায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় পরমাণু হামলা চালাবে। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন **১৩** দিনের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র না সরাত তাহলে পৃথিবী একটি ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধ দেখতে পেত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেয় আর যুক্তরাষ্ট্রও আক্রমণ থেকে ফিরে যায়। অর্থাৎ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সমাধানে ক্রীড়াতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। এটিকে Win Win Game বা Non Zero sum Game বলেও অভিহিত করা হয়।

০৫. **গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বের (Democratic Peace Theory) মূল বক্তব্য কী?** [৩৮তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

**গণতান্ত্রিক শান্তিতত্ত্বের উৎপত্তি: ১৯৭৫** সালে ইমানুয়েল কান্ট তার 'Perpetual Peace: A Philosophical Sketch' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই ধারণা প্রবর্তন করেন।

**শান্তিতত্ত্বের মূল বক্তব্য:** 'Democracies almost never fight each other' অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ায় না। Democracy + Democracy = Peace

**শান্তিতত্ত্বের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য তত্ত্ব:** Democratic Peace Theory কে কেন্দ্র করে মূলত **৩টি** তত্ত্ব রয়েছে-

১। **মোনাডিক তত্ত্ব:** এই তত্ত্ব অনুসারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিক শান্তিপূর্ণ এবং খুব সহজে অন্য রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না।

২। **ডায়াডিক তত্ত্ব:** এই তত্ত্বমতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে যুদ্ধে না জড়ালেও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

৩। **সিস্টেমিক তত্ত্ব:** এই তত্ত্ব মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তত বেশি শান্তিপূর্ণ হতে থাকবে।

০৬. **'সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব' সম্পর্কিত Samuel P. Huntington থিসিসের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে?** [২৪তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন **১৯৯৩** সালে The Clash of Civilization: The Next Pattern of Conflict থিসিসটি লিখেন। Samuel P. Huntington এর মূল বক্তব্য ছিল- ভবিষ্যৎ সংঘাতের চরিত্র হবে সভ্যতাভিত্তিক এবং এই সভ্যতা শক্তিশালী হবে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র এর ভিত্তিতে যার মূল উপাদান হবে ধর্ম। তাঁর এ মতবাদের মতে ভবিষ্যৎ সংঘাত হবে ইসলামিক সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে। তিনি এই থিসিসে ইসলামকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে ৮টি সভ্যতার কথা বলেছিলেন, যাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বেই একুশ শতকের রাজনীতি নির্ধারিত হবে। যেসব সভ্যতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো-

১. **পশ্চিমা সভ্যতা:** ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।

২. **চীন এবং কনফুসিয়াস সভ্যতা:** তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া বাদে চীন অর্থাৎ কনফুসীয় সভ্যতা।

৩. **জাপানিজ বা বৌদ্ধ সভ্যতা:** তিব্বত, মিয়ানমার, জাপান ও মঙ্গোলিয়া।

৪. **ইসলামি সভ্যতা:** সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচটি দেশ- (কাজাখস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান), পাকিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার আরব দেশসমূহ, পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া, তুরস্ক, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

৫. **হিন্দু সভ্যতা:** ভারত (কাশ্মীর বাদে)।

৬. **স্লাভিক অর্থোডক্স সভ্যতা:** অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, গ্রিস, রোম ও রাশিয়া।

৭. **লাতিন আমেরিকার সভ্যতা:** ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা।

৮. **আফ্রিকান সভ্যতা:** উত্তরের আরব অংশ বাদে বাকি আফ্রিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ আফ্রিকা।

অধ্যাপক হান্টিংটন মনে করেন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে উল্লিখিত ৮টি সভ্যতার ছত্রছায়ায় একত্র করবে এবং এদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে সভ্যতার এই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হান্টিংটন অর্থনৈতিক জোট ও আঞ্চলিক শক্তিকে একবারে অস্বীকার করেননি। তিনি মন্তব্য করেন, 'Economic regionalism may succeed when it is rooted in a common civilization.' অর্থাৎ অর্থনৈতিক জোটগুলো সাফল্য লাভ করবে যদি সাংস্কৃতিক বন্ধনটা অটুট থাকে।

০৭. **র‍্যামিফিকেশন তত্ত্ব ও স্পিল ওভার ক্রিয়া যা ইউরোপের একাঙ্গীকরণের পিছনে ছিল তা বলতে কী বোঝায়? [৪৬তম বিসিএস]**

**নমুনা উত্তর:**

র‍্যামিফিকেশন তত্ত্ব ও স্পিলওভার ক্রিয়া নিও-ফাংশনালিজমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা ইউরোপের ধাপে ধাপে একীকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। **র‍্যামিফিকেশন তত্ত্ব অনুযায়ী**, কোনো একটি খাতে একীকরণ (Unification) শুরু হলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে পারস্পারিকভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতেও একীকরণের জন্য চাপ তৈরি হয়।

স্পিলওভার ক্রিয়া র‍্যামিফিকেশন তত্ত্বেরই একটি ঘনিষ্ঠ দিক, যা বোঝায়- অর্থনীতির কোনো একটি খাতে একীকরণ করলে তার কারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু পরিণতি বা চাহিদার সৃষ্টি হয়, যা অন্যান্য খাতেও গভীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। ফলে অর্থনীতিতে সমন্বিত অগ্রগতির ধারা গড়ে ওঠে।

**উদাহরণস্বরূপ- ১৯৫১** সালে গঠিত ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি (ECSC), যেটি ইউরোপের ছয়টি দেশের মধ্যে কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত একীভূত করার মাধ্যমে গঠিত হয়। র‍্যামিফিকেশন তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যায়, এই প্রাথমিক একীকরণ শিল্পখাতগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অসাম্য দূর করতে সচেষ্ট হয় এবং সমন্বিত বাণিজ্য নীতির যৌক্তিক চাহিদা বৃদ্ধি করে। এই চাপই 'স্পিলওভার' হয়ে ১৯৫৭ সালে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটি (EEC) গঠনে ভূমিকা রাখে, যার মাধ্যমে একীকরণ আরও বিস্তৃত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) অভিন্ন বাজার এবং যৌথ নীতিমালাগুলো র‍্যামিফিকেশন ও স্পিলওভার প্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবেরই প্রতিফলন।

০৮. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে সিস্টেম তত্ত্ব (System Theory) সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

**নমুনা উত্তর:**

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে সিস্টেম তত্ত্ব একটি বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত বিষয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যত ঘটনা ঘটে, তা আসলে এলোপাতাড়ি ঘটনা নয় বরং একটি সুশৃঙ্খল জটিল ব্যবস্থা বা সিস্টেম অনুসরণ করেই ঘটে-এটাই এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য।

বিভিন্ন রাষ্ট্র মূলত তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আচরণ করলেও আন্তর্জাতিক সিস্টেম বা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের আচরণে অনেক প্রভাব ফেলে। সিস্টেম তত্ত্বের উন্নয়নে যে কয়জন পণ্ডিত বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে মরটন কাপলান অন্যতম। কাপলান মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কয়েকটি বিকল্প মডেল প্রণয়নের কারণে। তিনি আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ৬টি মডেল প্রদান করেছেন। এগুলো হলো-

(i) শক্তিসাম্য মডেল (The Balance of Power System)
(ii) শিথিল দ্বিমেরু মডেল (The Loose Bipolar System)
(iii) কঠিন দ্বিমেরু মডেল (The Tight Bipolar System)
(iv) বিশ্বজনীন মডেল (The Universal System)
(v) প্রধান শক্তি সম্বলিত মডেল (The Hierarchical International System)
(vi) একক ভেটো মডেল (The Unit Veto System)

কাপলান দাবি করেছেন যে, তিনি তার মডেলগুলো আন্তর্জাতিক সিস্টেমসমূহে কীভাবে রূপান্তর ঘটে তা বোঝার জন্য নির্মাণ করেছেন। তাঁর নির্মিত মডেল সমূহ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলোর বাস্তব উদাহরণের সাথে খুব ভালোভাবে মিলে যায়। শক্তিসাম্য মডেল যেমন বৃহৎ শক্তিসমূহের শক্তি সঞ্চয় করে কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে না যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে আবার শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থা NATO এবং Warsaw Pact এর মতো ব্লকগুলোর বিভিন্ন বিধি ও চলক বর্ণনা করে।

০৯. **আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বহুত্ববাদ (Pluralism) বলতে কী বোঝেন?**

**নমুনা উত্তর:**

**বহুত্ববাদ (Pluralism):** ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের পরে বাস্তববাদের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই তাত্ত্বিক আন্দোলনের সূচনা হয়। বহুত্ববাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক জোসেফ নাই, রবার্ট কোহেন, ডেভিড মিত্রানি প্রমুখ। বহুত্ববাদ একটি সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তি, যেখানে বিভিন্ন মতামত, চিন্তা এবং পরিচয় একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে পারে।

বহুত্ববাদীদের মতানুসারে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির একমাত্র কর্মক (Actor) রাষ্ট্র নয়। আন্তর্জাতিক সমাজে বহু অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-State Actor) আছে যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ, সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বিকশিত হয় বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। এই সমস্ত সংগঠন মানবসমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। এগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট নয়। এদের শক্তির ভিত্তি হলো মানুষের স্বাভাবিক আনুগত্য। এদের শক্তি রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজের অন্যান্য সংগঠনসমূহও রাষ্ট্রের মতোই স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের মতো এরাও সার্বভৌম এবং এদের কার্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। রাষ্ট্র এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে রাষ্ট্র অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু আনুগত্যের জন্য অন্যান্য সামাজিক সংগঠনেরও দাবি আছে। বহুত্ববাদও চারটি পূর্বানুমানের (Assumptions) উপর নির্ভরশীল। এগুলো হলো-

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহও গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা।
২. রাষ্ট্রই একমাত্র ঐকিক কর্ম নয়।
৩. রাষ্ট্র সংযত যৌক্তিক কর্মক (Bounded Rational)।
৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচি অনেক বেশি বিস্তৃত।

**বহুত্ববাদের উদাহরণ:** জাতিসংঘ (United Nations) বহুত্ববাদের (Pluralism) একটি অন্যতম বাস্তব ও শক্তিশালী উদাহরণ। এটি বিশ্বের নানা ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ভাষার দেশসমূহকে একত্রে নিয়ে কাজ করে, যা বহুত্ববাদের মূল চেতনার সঙ্গে মিলে যায়।

১০. **আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সংহতি তত্ত্ব (Integration Theory) বলতে কী বোঝেন?**

**নমুনা উত্তর:**

**সংহতি তত্ত্ব (Integration Theory):** আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অন্যতম প্রভাবশালী তত্ত্ব হলো সংহতি তত্ত্ব বা Integration Theory। মূলত বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যকার সন্দেহ, বিরোধ, সংঘর্ষ ইত্যাদির বিপরীতে গিয়ে পদ্ধতিগত ভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব প্রশমনের তত্ত্বই হলো সংহতি তত্ত্ব।

**জোহান গালটুং (Johan Galtung)-এর মতে,** 'সংহতি হচ্ছে সেই পদ্ধতি যেখানে দুই বা বহু বিষয় একত্র হয়ে একটি নতুন বিষয় গঠন করে। যখনই বিষয়গুলো একীভূত হবে তখনই তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হবে।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় সংহতি তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক কার্ল ডয়েন্স। তিনি জাতিসমূহের মধ্যে সংহতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুই ধরনের নিরাপত্তা সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন।

১. **বহুত্ববাদী নিরাপত্তা সম্প্রদায়-** আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করে।
২. **মিশ্রিত নিরাপত্তা সম্প্রদায়-** দুই বা ততোধিক আলাদা ভূখণ্ডের সম্মিলনে একক রাষ্ট্র গঠন করে। যেমন- ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমন্বয়ে যুক্তরাজ্যের গঠন।

সংহতি তত্ত্বের আরেকজন প্রধান তাত্ত্বিক **আর্নেস্ট হ্যাস** তাঁর তত্ত্বীয় কাঠামোতে দেখিয়েছেন যে, সংহতি অর্জনের দিকে কোনো দেশে এগিয়ে যাবে না বিরোধিতা করবে তা নির্ভর করে লাভ অর্জন বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনার উপর।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজনীতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের প্রয়োজনেই শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যকার বিভেদ কমিয়ে এনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হয় যতক্ষণ নিজেদের স্বার্থ সমুন্নত থাকে। এটিই সংহতি তত্ত্বের মূলকথা।

# অধ্যায় ১৫
# সমস্যা সমাধান
# (Problem Solving)

**Problem Solving ও Policy Brief (নীতিপত্র) এর জন্য অনুসরণীয়**

| Problem Solving (সমস্যা সমাধান) | | | Policy Brief (নীতিপত্র) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Problem Solving** উত্তর করার সময় ৬টি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে- | | | **Policy Brief** উত্তর করার সময় ৬টি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে- | | |
| প্রথম অংশ | : | ভূমিকা | প্রথম অংশ | : | প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা |
| দ্বিতীয় অংশ | : | সমস্যার প্রেক্ষাপট | দ্বিতীয় অংশ | : | তারিখ |
| তৃতীয় অংশ | : | সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি | তৃতীয় অংশ | : | সমস্যার শিরোনাম |
| চতুর্থ অংশ | : | সমস্যার প্রভাব | চতুর্থ অংশ | : | সমস্যার প্রেক্ষাপট |
| পঞ্চম অংশ | : | সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ | পঞ্চম অংশ | : | সমস্যার প্রভাব |
| ষষ্ঠ অংশ | : | নিজের মন্তব্য | ষষ্ঠ অংশ | : | সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ |

## Policy Brief Format

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
[উদাহরণ]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

তারিখ: ..................

শিরোনাম
[উদাহরণ]
নীতিপত্র/পরামর্শপত্র: শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যকরণে করণীয়

ঘটনার প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।

---

---

সমস্যার প্রেক্ষাপট : শুরু থেকে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে হবে।

---

---

সমস্যার প্রভাব :

---

---

সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশ :

---

---

পরিশেষে নিজের সমাপ্তি মন্তব্য তুলে ধরুন

---

---

আন্তর্জাতিক

০১. এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করুন যেখানে বহিঃর্বিশ্বের কারো অধিকারে আপনার দেশের প্রতিটি নাগরিকের সামগ্রিক তথ্য রয়েছে। সকল প্রকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, আর্থিক তথ্যাদি, ব্যক্তির অবকাশ যাপন ও শখ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে হৃত। নিজস্ব তথ্যের উপর ব্যক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যার ফলে মানুষের জীবন এখন সহজতর, আরো উপভোগ্য এবং অন্য মানুষের উপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে মানুষ এখন আরো দীর্ঘ জীবন যাপন করতে পারছে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে- [৪৬তম বিসিএস]

(ক) আপনি কি একটি মুক্ত, স্বাধীন দেশে নাকি একটি উপাত্ত উপনিবেশে (Data Colony) বসবাস করছেন?

(খ) জীবনের কিছু সুবিধার বিনিময়ে নিজেকে এক অপরিচিত বুদ্ধিমত্তার অধীনে ভাবতে আপনার কেমন বোধ হতে পারে?

(গ) উপাত্ত বুদ্ধিমত্তার যুগে ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ চ্যালেঞ্জ/দ্বন্দ্ব মোকাবিলার উপায় কী?

(ঘ) উপাত্ত-উপনিবেশে (Data Colony) পরিণত হওয়ার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি কী হতে পারে?

**(ক) আপনি কি একটি মুক্ত, স্বাধীন দেশে নাকি একটি উপাত্ত উপনিবেশে (Data Colony) বসবাস করছেন?**

**নমুনা উত্তর:**

হ্যাঁ, আমি একটি উপাত্ত উপনিবেশে (Data Colony) বসবাস করছি যেখানে নিজের সব তথ্যের বিনিময়ে আমি কিছু সেবা উপভোগ করছি। এখানে আমি স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার ওপর থেকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি এবং আমার নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে।

**(খ) জীবনের কিছু সুবিধার বিনিময়ে নিজেকে এক অপরিচিত বুদ্ধিমত্তার অধীনে ভাবতে আপনার কেমন বোধ হতে পারে?**

**নমুনা উত্তর:**

ভাবনাটি আমি সচেতনভাবেই অবচেতনে লুকিয়ে রাখি। কারণ, আমার কাছে বর্তমানের উপভোগ্য জীবনটিই বেশি সত্য ও সুখকর। অবচেতন থেকে মাঝেমাঝে ভীতিকর ভবিষ্যতের ভাবনা উঁকি দেয়। তবে, সেই ভাবনাকে আবারো সযত্নে তুলে রাখি মনের গহীনে, ভুলে থাকি বাস্তবতা। মানবতার অব্যক্ত সংজ্ঞার কেন্দ্রে যে মহত্ত্বের ভিত্তি রয়েছে, তাকে অবজ্ঞা করে সস্তা বিনোদনে স্বকীয়তা বিসর্জনের ভাবনাটি আত্মগ্লানি বয়ে আনতে পারে। আবার, সামষ্টিক জীবন, সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতির বিনাশ নিয়েও একটি শঙ্কা অনুভূত হতে পারে। সবশেষে নিজের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব নিয়ে অক্ষমতার আক্ষেপ অনুভূত হতে পারে। বিশ্বময় প্রভাব বিস্তারকারী উপাত্ত উপনিবেশের সামনে একক মানুষের মৌন প্রতিবাদের অসাড়তা নিয়ে হতাশা অনুভব করতে পারি।

**(গ) উপাত্ত বুদ্ধিমত্তার যুগে ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ চ্যালেঞ্জ/দ্বন্দ্ব মোকাবিলার উপায় কী?**

**নমুনা উত্তর:**

**উপাত্ত বুদ্ধিমত্তার যুগে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার গুরুত্ব:**

উপাত্ত বুদ্ধিমত্তার যুগে ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কেবল ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার বিষয় নয়, বরং ব্যক্তির স্বাধীনতা, সম্মান এবং স্বকীয়তা রক্ষার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। বর্তমান বিশ্বে, যেখানে উপাত্ত (data) একটি নতুন সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির ডিজিটাল পদচিহ্ন (digital footprint) ব্যবহার করে তার সম্পর্কে এমন একটি চিত্র তৈরি করা হচ্ছে যা ব্যক্তি নিজেও হয়ত জানে না।

- **ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অভাব:** যখন একজন ব্যক্তির সকল তথ্য-তার স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, পছন্দ-অপছন্দ, সামাজিক সম্পর্ক-কোনো তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে যায়, তখন সেই তথ্যের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই তথ্য অপব্যবহারের শিকার হতে পারে, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।
- **ভবিষ্যৎ আচরণ অনুমানের ঝুঁকি:** Big Data সিস্টেমগুলো ব্যক্তির আচরণ থেকে Statistical Pattern বের করে তার ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড অনুমান করতে পারে। এটি আপাতদৃষ্টিতে সুবিধাজনক মনে হলেও, এর ফলে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। যখন কোনো সিস্টেম আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা বলে দিতে পারে, তখন তা আপনার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করে দেয়।
- **সামাজিক ও রাজনৈতিক অপব্যবহার:** সংগৃহীত ডেটা ব্যবহার করে রাজনৈতিকভাবে মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করা বা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করা সম্ভব। এটি গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে।

এই চ্যালেঞ্জ/দ্বন্দ্ব মোকাবিলার উপায়:

এই জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যেখানে প্রযুক্তি, আইন এবং সামাজিক সচেতনতা সমানভাবে গুরুত্ব পাবে।

- **আইনি সুরক্ষা জোরদার করা:** উপাত্ত সুরক্ষার জন্য কঠোর এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। যেমন: ডেটা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই জানাতে হবে তারা কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করছে এবং কেন করছে। ব্যক্তিকে তার ডেটা অ্যাক্সেস, সংশোধন বা মুছে ফেলার অধিকার দিতে হবে। ডেটার অপব্যবহারের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখতে হবে।
- **প্রযুক্তিগত সমাধান:** প্রযুক্তিগতভাবেও গোপনীয়তা রক্ষার উপায় তৈরি করতে হবে। যেমন: এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন (End-to-End Encryption)-এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গোপনীয়তা-সুরক্ষিত ডিজাইন (Privacy by Design) পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন সিস্টেম তৈরি করা, যেখানে গোপনীয়তা শুরু থেকেই প্রযুক্তির একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।
- **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** মানুষকে ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং গোপনীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে বিনামূল্যে পাওয়া কোনো অনলাইন পরিষেবা আসলে তার ব্যক্তিগত তথ্যের বিনিময়ে পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক পর্যায়ে গোপনীয়তাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে মানুষ সম্মিলিতভাবে এর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

**পরিশেষে,** উপাত্ত বুদ্ধিমত্তাকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করে কালক্রমে মানুষ ও যন্ত্রের মাঝে কর্মবিভাজন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এতে করে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী কাজে মানুষ ও নিয়মতান্ত্রিক থেকে প্রায়োগিক কাজে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বময় শোষণমুক্ত জীবনমুখী সভ্যতা নির্মাণ করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক

**(ঘ) উপাত্ত-উপনিবেশে (Data Colony) পরিণত হওয়ার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণত কী হতে পারে?**

নমুনা উত্তর:

অর্থনৈতিক পরিণতি:

- **প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি:** উপাত্ত-উপনিবেশে বহির্বিশ্বের কোনো সত্তা বা সংস্থার হাতে তথ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকলে, তারা এই তথ্য ব্যবহার করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে, যার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে।
- **বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাব বৃদ্ধি:** বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানি বা বিদেশি সত্তা স্থানীয় অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা স্থানীয় কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবনকে বাধাগ্রস্ত করবে।
- **নব্য উপনিবেশবাদ সৃষ্টি:** উপাত্ত-উপনিবেশে অর্থনীতি ক্রমশ উপাত্ত-কেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। যেসব দেশ বা সংস্থা উপাত্ত নিয়ন্ত্রণ করবে, তারা অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হবে। স্থানীয় জনগণ তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করলেও এর মূল আর্থিক সুবিধা বিদেশি সত্তার হাতে চলে যাবে, যা একটি নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্ম দিতে পারে।

রাজনৈতিক পরিণতি:

- **সার্বভৌমত্বের হুমকি:** যদি কোনো বহির্বিশ্বের সত্তা একটি দেশের নাগরিকদের সম্পূর্ণ তথ্যভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তা দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ:** রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণ, নির্বাচন, এবং জনমত গঠনে এই সত্তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তথ্য ব্যবহার করে ভোটারদের মনোভাব পরিবর্তন বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচারণা চালানো সম্ভব হতে পারে।
- **কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি:** উপাত্ত-উপনিবেশে নাগরিকদের প্রতিটি পদক্ষেপ নজরদারির আওতায় চলে আসবে। এটি একটি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।
- **ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতা:** রাষ্ট্র বা বহির্বিশ্বের সত্তা তথ্য ব্যবহার করে বিরোধী মতকে দমন করতে পারে। যেসব দেশ উপাত্ত নিয়ন্ত্রণ করবে, তারা ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। উপাত্ত-উপনিবেশে পরিণত হওয়া দেশগুলো তাদের নিজস্ব তথ্যভাণ্ডারের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য দেশের প্রভাবের অধীনে চলে যেতে পারে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দুর্বলতা সৃষ্টি করবে।

# অধ্যায় ০২ বীজগণিত

## বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

**০১. $x+\frac{1}{x}=5$ হলে, $x^4+\frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় করুন।**

**[৪১তম বিসিএস]**

সমাধান: দেওয়া আছে, $x+\frac{1}{x}=5$

$\Rightarrow \left(x+\frac{1}{x}\right)^2=5^2$ [বর্গ করে]

$\Rightarrow x^2+2.x.\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=25$

$\Rightarrow x^2+2+\frac{1}{x^2}=25$

$\Rightarrow x^2+\frac{1}{x^2}=25-2$

$\Rightarrow \left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2=(23)^2$ [বর্গ করে]

$\Rightarrow (x^2)^2+2.x^2.\frac{1}{x^2}+\left(\frac{1}{x^2}\right)^2=529$

$\Rightarrow x^4+2+\frac{1}{x^4}=529$

$\Rightarrow x^4+\frac{1}{x^4}=529-2$

$\therefore x^4+\frac{1}{x^4}=527$ (উত্তর)

বিকল্প: [$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে]

দেওয়া আছে, $x+\frac{1}{x}=5$

এখন, $x^4+\frac{1}{x^4}=(x^2)^2+\left(\frac{1}{x^2}\right)^2$

$=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2-2.x^2.\frac{1}{x^2}$

$=\left\{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2.x.\frac{1}{x}\right\}^2-2$

$=\{5^2-2\}^2-2$

$=\{25-2\}^2-2$

$=529-2$

$=527$ (উত্তর)

**০২. যদি $x^2+\frac{1}{x^2}=7$ হয় তবে, $\frac{x^6+1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় করুন।**

**[৪০তম বিসিএস]**

সমাধান: দেওয়া আছে, $x^2+\frac{1}{x^2}=7$

$\Rightarrow \left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2.x.\frac{1}{x}=7$

$\Rightarrow \left(x+\frac{1}{x}\right)^2=9$

$\therefore x+\frac{1}{x}=3$

প্রদত্ত রাশি $=\frac{x^6+1}{x^3}$

$=x^3+\frac{1}{x^3}$

$=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3.x.\frac{1}{x}\left(x+\frac{1}{x}\right)$

$=3^3-3.3$ [মান বসিয়ে]

$=27-9$

$=18$ (উত্তর)

**০৩. $x-\frac{1}{x}=\sqrt{3}$ হলে, $x^6+\frac{1}{x^6}$ এর মান নির্ণয় করুন।**

**[৩৮তম বিসিএস]**

সমাধান: দেওয়া আছে, $x-\frac{1}{x}=\sqrt{3}$

$\therefore x^6+\frac{1}{x^6}=(x^3)^2+\left(\frac{1}{x^3}\right)^2$

$=\left(x^3-\frac{1}{x^3}\right)^2+2.x^3.\frac{1}{x^3}$

$=\left[\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3.x.\frac{1}{x}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right]^2+2$

$=\left[\left(\sqrt{3}\right)^3+3\sqrt{3}\right]^2+2$

$=\left(3\sqrt{3}+3\sqrt{3}\right)^2+2$

$=\left(6\sqrt{3}\right)^2+2$

$=36\times 3+2$

$=108+2$

$=110$ (উত্তর)

বিকল্প: দেওয়া আছে, $x-\frac{1}{x}=\sqrt{3}$

$\therefore x^6+\frac{1}{x^6}=(x^2)^3+\left(\frac{1}{x^2}\right)^3$

$=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)\left\{(x^2)^2-x^2.\frac{1}{x^2}+\left(\frac{1}{x^2}\right)^2\right\}$

$=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)\left(x^4-1+\frac{1}{x^4}\right)$

$=\left\{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2.x.\frac{1}{x}\right\}\left\{(x^2)^2+\left(\frac{1}{x^2}\right)^2-1\right\}$

$=\left\{\left(\sqrt{3}\right)^2+2\right\}\left\{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2-2.x^2.\frac{1}{x^2}-1\right\}$

$=(3+2)\left[\left\{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2\,x.\frac{1}{x}\right\}^2-2-1\right]$

$=5\left[\left\{\left(\sqrt{3}\right)^2+2\right\}^2-3\right]$

$=5\{(3+2)^2-3\}$

$=5(25-3)$

$=5\times 22$

$=110$ (উত্তর)

০৪. $x + \frac{1}{x} = 3$ হলে, $x^9 + \frac{1}{x^9}$ এর মান নির্ণয় করুন। [৪৩তম বিসিএস]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 3$

$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = 3^3$ [ঘন করে]

$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3.x.\frac{1}{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) = 27$

$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3.3 = 27$ $\left[\because x + \frac{1}{x} = 3\right]$

$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9$

$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$

এখন, $x^9 + \frac{1}{x^9}$

$= (x^3)^3 + \left(\frac{1}{x^3}\right)^3$

$= \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^3 - 3.x^3.\frac{1}{x^3}\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$

$= (18)^3 - 3.18$

$= 5832 - 54$

$= 5778$ (উত্তর)

০৫. $2x^2 - 3x = 2$ হলে $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় করুন। [৩৭তম বিসিএস]

সমাধান: দেওয়া আছে, $2x^2 - 3x = 2$

$\Rightarrow 2x^2 - 2 = 3x$

$\Rightarrow \frac{2x^2 - 2}{x} = \frac{3x}{x}$ [উভয়পক্ষকে x দ্বারা ভাগ করে]

$\Rightarrow \frac{2x^2}{x} - \frac{2}{x} = 3$

$\Rightarrow 2x - \frac{2}{x} = 3$

$\Rightarrow 2\left(x - \frac{1}{x}\right) = 3$

$\therefore x - \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$

এখন, $x^3 - \frac{1}{x^3}$

$= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3.x.\frac{1}{x}\left(x - \frac{1}{x}\right)$

$= \left(\frac{3}{2}\right)^3 + 3 \times \frac{3}{2}$

$= \frac{27}{8} + \frac{9}{2}$

$= \frac{27 + 36}{8}$

$= \frac{63}{8}$

$\therefore$ নির্ণেয় মান $\frac{63}{8}$ (উত্তর)

০৬. $x + \frac{1}{x} = 3$ হলে $x^4 + x^3 + x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় করুন। [৩৬তম বিসিএস]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 3$

এখন, $x^4 + x^3 + x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4}$

$= x^4 + \frac{1}{x^4} + x^3 + \frac{1}{x^3} + x^2 + \frac{1}{x^2}$

$= (x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 + x^3 + \frac{1}{x^3} + x^2 + \frac{1}{x^2}$

$= \left\{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2.x^2.\frac{1}{x^2}\right\} + \left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3.x.\frac{1}{x}\left(x + \frac{1}{x}\right)\right\} + \left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2.x.\frac{1}{x}\right\}$

$= \left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x.\frac{1}{x}\right\}^2 - 2 + \{(3)^3 - 3.3\} + \{3^2 - 2\}$

$= \{(3^2 - 2)\}^2 - 2 + \{27 - 9\} + \{9 - 2\}$

$= 49 - 2 + 27 - 2$

$= 72$ (উত্তর)

০৭. $P = 3x^2 - 16x - 12$, $Q = 3x^2 + 5x + 2$ এবং $R = 3x^2 - x - 2$ তিনটি বীজগাণিতীয় রাশি। যদি $Q = 0$ হয়, তাহলে $9x^2 + \frac{4}{x^2}$ এর মান কত হবে? [৪৬তম বিসিএস]

সমাধান: দেওয়া আছে, $Q = 0$

$\Rightarrow 3x^2 + 5x + 2 = 0$

$\Rightarrow 3x^2 + 2 = -5x$

$\Rightarrow \frac{3x^2}{x} + \frac{2}{x} = -\frac{5x}{x}$

$\Rightarrow \left(3x + \frac{2}{x}\right)^2 = (-5)^2$ [উভয়পাশে বর্গ করে]

$\Rightarrow (3x)^2 + 2.3x.\frac{2}{x} + \left(\frac{2}{x}\right)^2 = 25$

$\Rightarrow 9x^2 + \frac{4}{x^2} = 25 - 12$

$\therefore 9x^2 + \frac{4}{x^2} = 13$ (উত্তর)

০৮. যদি $b^2 - 2\sqrt{6}b + 1 = 0$ হয়, তবে $b^5 + \frac{1}{b^5}$ এর মান বাহির করুন। [৪৫তম বিসিএস]

সমাধান: দেওয়া আছে, $b^2 - 2\sqrt{6}b + 1 = 0$

$\Rightarrow b^2 + 1 = 2\sqrt{6}b$

$\Rightarrow \frac{b^2+1}{b} = 2\sqrt{6}$

$\Rightarrow b + \frac{1}{b} = 2\sqrt{6}$

$\Rightarrow \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 = \left(2\sqrt{6}\right)^2$ [বর্গ করে]

$\Rightarrow b^2 + \frac{1}{b^2} + 2.b.\frac{1}{b} = 4 \times 6$

$\Rightarrow b^2 + \frac{1}{b^2} + 2 = 24$

$\therefore b^2 + \frac{1}{b^2} = 22$

আবার, $b + \frac{1}{b} = 2\sqrt{6}$

$\Rightarrow \left(b + \frac{1}{b}\right)^3 = \left(2\sqrt{6}\right)^3$ [ঘন করে]

$\Rightarrow b^3 + \frac{1}{b^3} + 3.b.\frac{1}{b}\left(b + \frac{1}{b}\right) = 8.6\sqrt{6}$

$\Rightarrow b^3 + \frac{1}{b^3} + 3.2\sqrt{6} = 48\sqrt{6}$

$\Rightarrow b^3 + \frac{1}{b^3} = 48\sqrt{6} - 6\sqrt{6}$

$\therefore b^3 + \frac{1}{b^3} = 42\sqrt{6}$

এখন, $\left(b^2 + \frac{1}{b^2}\right)\left(b^3 + \frac{1}{b^3}\right) = 22 \times 42\sqrt{6}$

$\Rightarrow b^5 + \frac{1}{b} + b + \frac{1}{b^5} = 924\sqrt{6}$

$\Rightarrow b^5 + \frac{1}{b^5} + b + \frac{1}{b} = 924\sqrt{6}$

$\Rightarrow b^5 + \frac{1}{b^5} + 2\sqrt{6} = 924\sqrt{6}$

$\Rightarrow b^5 + \frac{1}{b^5} = 924\sqrt{6} - 2\sqrt{6}$

$\therefore b^5 + \frac{1}{b^5} = 922\sqrt{6}$ (উত্তর)

**০৯. $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ হলে, $\frac{a^2+2}{2a}$ এর মান নির্ণয় করুন।**

[৪৩তম বিসিএস]

সমাধান: দেওয়া আছে, $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

$\therefore \frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}$

[লব ও হর এ $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ দ্বারা গুণ করে]

$\Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2}$

$\therefore \frac{1}{a} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$ ...............(i)

প্রদত্ত রাশি $= \frac{a^2+2}{2a}$

$= \frac{a^2}{2a} + \frac{2}{2a}$

$= \frac{a}{2} + \frac{1}{a}$

$= \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2} + \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{2}$

$= \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}+\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{2\sqrt{5}}{2}$

$= \sqrt{5}$ (উত্তর)

**১০. $y = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ হলে, $\left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right)\left(y^3 - \frac{1}{y^3}\right)$ এর মান নির্ণয় করুন।** [৩৫তম বিসিএস]

সমাধান: $y = \sqrt{2} + \sqrt{3}$

$\therefore \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

$= \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{3})}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})}$ [$(\sqrt{2}-\sqrt{3})$ দ্বারা গুণ করে]

$= \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{(\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2}$

$= \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2-3}$

$= \frac{-(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{-1}$

$= \sqrt{3} - \sqrt{2}$

এখন, $y^2 + \frac{1}{y^2}$

$= \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 - 2.y.\frac{1}{y}$

$= (\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{3} - \sqrt{2})^2 - 2$

$= (2\sqrt{3})^2 - 2$

$= 4.3 - 2$

$= 10$

এবং $y^3 - \frac{1}{y^3}$

$= \left(y - \frac{1}{y}\right)^3 + 3.y.\frac{1}{y}\left(y - \frac{1}{y}\right)$

$= (\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{2})^3 + 3(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{2})$

$= (2\sqrt{2})^3 + 3.2\sqrt{2}$

$= 8.2\sqrt{2} + 6\sqrt{2}$

$= 16\sqrt{2} + 6\sqrt{2}$

$= 22\sqrt{2}$

$\therefore \left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right)\left(y^3 - \frac{1}{y^3}\right) = 10 \times 22\sqrt{2} = 220\sqrt{2}$

উত্তর: $220\sqrt{2}$

**১১. যদি $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} = \frac{3}{abc}$ হয়, তবে প্রমাণ করুন যে, $ab + bc + ca = 0$ অথবা $a = b = c$.**

[৩৩তম বিসিএস লিখিত]

সমাধান: প্রদত্ত মান হতে, $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} = \frac{3}{abc}$

$\Rightarrow \frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} - \frac{3}{abc} = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)\left\{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 + \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)^2 + \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a}\right)^2\right\} = 0$

$\left[\because a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}\right]$

$\Rightarrow \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)\left\{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 + \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)^2 + \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a}\right)^2\right\} = 0$

$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$

$\Rightarrow \frac{bc+ca+ab}{abc} = 0$

$\therefore ab + bc + ca = 0$

অথবা $\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 + \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)^2 + \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a}\right)^2 = 0$

∴ কতগুলি রাশির বর্গের সমষ্টি শূন্য হলে উহাদের প্রত্যেকটি রাশির বর্গের মান শূন্য হয়, সেহেতু –

$\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = 0$

$\therefore \frac{1}{a} = \frac{1}{b}$

আবার, $\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)^2 = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{b} - \frac{1}{c} = 0$

$\therefore b = c$

$\therefore a = b$

অতএব, $a = b = c$

$\therefore ab + bc + ca = 0$

অথবা $a = b = c$ (প্রমাণিত)

# অধ্যায় ০১ ভাষাগত যৌক্তিক বিচার

## সাংকেতিক বিন্যাস, শব্দ ও বাক্য গঠন

০১. GAMES-এর কোড যদি হয় HBNFT তাহলে SPORTS-এর কোড কোনটি হবে? [৪৬, ৪৪তম বিসিএস]

(ক) RQNOSR (খ) TQPSUT

(গ) RONQSR (ঘ) TOQSUT

ব্যাখ্যা: G A M E S (+1 +1 +1 +1 +1) → H B N F T তাহলে S P O R T S (+1 +1 +1 +1 +1 +1) → T Q P S U T

উত্তর: (খ)

০২. নিচের সিরিজের পরবর্তী বর্ণ কোনটি? [৪৬তম বিসিএস]

A, C, F, J, ?

(ক) K (খ) N

(গ) O (ঘ) M

ব্যাখ্যা: বর্ণ → A C F J O

পার্থক্য → 2 3 4 5

উত্তর: (গ)

০৩. Which is the Correct Letter for the Missing Part?

B C E J ? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) L (খ) P

(গ) T (ঘ) X

ব্যাখ্যা:

| B | C | E | J | ? |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| B + C = E, | | B + C + E = J | | |
| 2 + 3 = 5, | | 2 + 3 + 5 = 10 | | |
| B + C + E + J = T | | | | |
| 2 + 3 + 5 + 10 = 20 | | | | |

উত্তর: (গ)

০৪. যদি REPUBLICAN = 108 হয় তবে DEMOCRAT = ? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) 84 (খ) 105

(গ) 74 (ঘ) 100

ব্যাখ্যা: বিপরীত ক্রমে বর্ণমালার সংখ্যাগত অবস্থান:

Chart-1

| Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P | O | N | M | L | K | J | I | H | G |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| F | E | D | C | B | A | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |

Chart-2 Vowel গুলোর ক্রমিক অবস্থান

| A | E | I | O | U |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

REPUBLICATION শব্দের Consonant গুলোর মান Chart-1 থেকে এবং Vowel গুলোর মান Chart-2 থেকে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে মান আসবে-

REPUBLICATION = 9 + 2 + 11 + 5 + 25 + 3 + 24 + 1 + 13 = 108

অনুরূপভাবে, DEMOCRAT এর ক্ষেত্রে

= 23 + 2 + 14 + 4 + 24 + 9 + 1 + 7 = 84

উত্তর: (ক)

০৫. যদি MENTAL = ২৫৬৮১৯ হয় তবে HEALTH =? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ৭৯৮১৫৭ (খ) ৭৫১৯৮৭

(গ) ৮৯৮১৫৮ (ঘ) ৭৫৯১৮৯

ব্যাখ্যা: MENTAL = ২৫৬৮১৯

∴ M = ২, E = ৫, N = ৬, T = ৮, A = ১, L = ৯

∴ HEALTH এর ক্ষেত্রে-

H = ?, E = ৫, A = ১, L = ৯, T = ৮, H = ?

প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে (খ) অপশনের মানটি H ব্যতীত বাকি অক্ষরগুলো প্রদত্ত ক্রম অনুসারে আছে।

উত্তর: (খ)

০৬. অনুপস্থিত বর্ণদ্বয় নির্বাচন করুন? [৪৫তম বিসিএস]

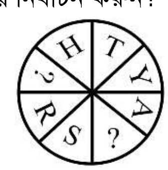


(ক) A, R (খ) I, O

(গ) U, D (ঘ) B, A

ব্যাখ্যা: THURSDAY

∴ প্রশ্নবোধক স্থানে হবে U, D

উত্তর: (গ)

০৭. N এবং R এর মাঝখানে মধ্যবর্তী অক্ষরটির ডান দিকের পঞ্চম অক্ষরের পরের অক্ষরটি কী? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) V (খ) T
(গ) U (ঘ) W

ব্যাখ্যা: → ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ↷ পরের অক্ষর

M N O P Q R S T U [V] W

N ও R এর মাঝের অক্ষর

উত্তর: (ক)

০৮. যদি ইংরেজি বর্ণমালা হতে M বর্ণটি বাদ দেওয়া হয় তাহলে বর্ণমালার মাঝের বর্ণটি কী হবে? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) O (খ) P
(গ) N (ঘ) Q

ব্যাখ্যা: M বর্ণটি বাদে ইংরেজি বর্ণমালায় বর্ণ সংখ্যা হবে- 25টি।

তাহলে, $\frac{25+1}{2}$ = 13তম বর্ণটি হবে মাঝের বর্ণ।

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, [N], O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

সুতরাং, মাঝের বর্ণ হবে N.

উত্তর: (গ)

০৯. অভিধানে কোন শব্দটি প্রথমে আসবে? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) Beauty (খ) Beautifull
(গ) Beam (ঘ) Begin

ব্যাখ্যা: প্রথম তিনটি word-এ Bea রয়েছে, চতুর্থ word-এ Be এরপর g রয়েছে। সুতরাং Bea সম্বলিত শব্দ গুলো order অনুসারে আগে আসবে।

এখন Bea-এরপর Alphabet এর ধারা অনুসারে প্রথম m তারপর আসবে u.

সুতরাং order অনুসারে প্রথম শব্দ আসবে Beam.

উত্তর: (গ)

১০. যদি ENGLAND-কে ১২৩৪৫২৬ সংখ্যা হিসেবে লেখা হয় এবং FRANCE-কে ৭৮৫২৯১ হিসাব লেখা হয়, তাহলে GREECE-এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটি কী লেখা হবে? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ৩৯২২৯১ (খ) ৩৮২২৯১
(গ) ৩৮১১৯১ (ঘ) ৩৯২১৯১

ব্যাখ্যা: E N G L A N D এবং F R A N C E

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ৬ ৭ ৮ ৫ ২ ৯ ১

সুতরাং G R E E C E

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

৩ ৮ ১ ১ ৯ ১

বিকল্প: লক্ষ করুন GREECE এর মাঝে তিনটি E আছে। England এ E = 1 এবং France - এ E = 1। এখানে, Greece-এ E আছে তিনটি। একমাত্র c অপশনটিতেই 1 আছে তিনটি।

উত্তর: (গ)

১১. DETERMINATION শব্দটি থেকে কিছু বর্ণ নিয়ে নিচের কোন শব্দটি গঠন করা সম্ভব? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) MODERATION (খ) MOTTION
(গ) ROTATION (ঘ) MENTION

ব্যাখ্যা: DETERMINATION শব্দটিতে 'O' একটি আছে কিন্তু 'ক', 'খ' ও 'গ' অপশনের প্রতিটি শব্দে 'O' দুইটি আছে। সুতরাং সঠিক উত্তর হবে (ঘ) MENTION.

উত্তর: (ঘ)

১২. হ, রু, নি, সা-এর সঙ্গে কোন বর্ণ যোগ দিয়ে বর্ণগুলো পুনর্বিন্যাস করে একটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি করা যায়? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ব (খ) ং
(গ) ৎ (ঘ) ল

ব্যাখ্যা: হ, রু, নি, সা বর্ণ গুলোর সাথে 'ৎ' যুক্ত করে পুনর্বিন্যাস করলে অর্থবোধক শব্দটি হবে- নিরুৎসাহ।

উত্তর: (গ)

১৩. নিচের কোন এলোমেলো বর্ণগুচ্ছ সাজিয়ে লিখলে মানবদেহ সম্পর্কিত একটি শব্দ হবে? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) IETM (খ) APPRE
(গ) LYEBL (ঘ) OVLE

ব্যাখ্যা: ক. IETM → ITEM → পদ, অনুচ্ছেদ।

খ. APPRE → PAPER → কাগজ।

গ. LYEBL → BELLY → পেট, উদর।

ঘ. OVLE → LOVE → প্রেম, ভালোবাসা।

উত্তর: (গ)

১৪. যদি L = +, M = –, N = ÷ এবং O = × হয়, তাহলে ১৮০৩৬ N ১২ M ৬ L৭ এর মান কত? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ১৫০০ (খ) ২৫০৪
(গ) ১৫০৪ (ঘ) কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: এখানে, L = +, M = –, N = ÷ এবং O = ×

তাহলে, ১৮০৩৬ N ১২ M ৬ L৭

= ১৮০৩৬ ÷ ১২ – ৬ + ৭

= ১৫০৩ – ৬ + ৭

= ১৫১০ – ৬

= ১৫০৪

উত্তর: (গ)

১৫. কোন গুচ্ছের বর্ণগুলোকে ভিন্নভাবে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ শব্দগঠন সম্ভব? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) রকাপ্তিপ্রাস্বী (খ) রযোসহাতাগী
(গ) পুরীখ্যনির (ঘ) রণীস্যআবাম

ব্যাখ্যা: রকাপ্তিপ্রাস্বী বর্ণগুচ্ছের বর্ণগুলো সঠিকভাবে সাজালে 'প্রাপ্তিস্বীকার' অর্থপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট বর্ণগুচ্ছগুলো কে ভিন্নভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ গঠন করা যায় না।

উত্তর: (ক)

# অধ্যায় ০২

# শব্দ

০১. ডপলার ক্রিয়া কী? ডপলার ক্রিয়ার বাস্তব দুটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন। [৪৬তম বিসিএস]

০২. ডপলারের ক্রিয়া কি? এর দুটি প্রয়োগ লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]

০৩. ডপলার প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা দিন। [৩৭তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

**ডপলার ক্রিয়া:**

উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যকার আপেক্ষিক গতির কারণে কোনো তরঙ্গ-সংকেতের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ডপলার ক্রিয়া বা Doppler Effect বলা হয়। ১৮৪২ সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান আনড্রেয়াস ডপলার এই ঘটনা প্রথম বর্ণনা করেন। তার নামেই এর নামকরণ করা হয়।

কোনো স্থির উৎসের দিকে শ্রোতা অগ্রসর হলে বা স্থির শ্রোতার দিকে উৎস অগ্রসর হলে শ্রোতার নিকট আপাত কম্পাঙ্ক প্রকৃত কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি হবে। আর শ্রোতা থেকে উৎস বা উৎস থেকে শ্রোতা দূরে সরে যেতে থাকলে আপাত কম্পাঙ্ক প্রকৃত কম্পাঙ্ক থেকে কম মনে হবে। শ্রোতা ও উৎসের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক গতিবেগ না থাকলে ডপলার ক্রিয়ার কোনো প্রভাব থাকবে না।

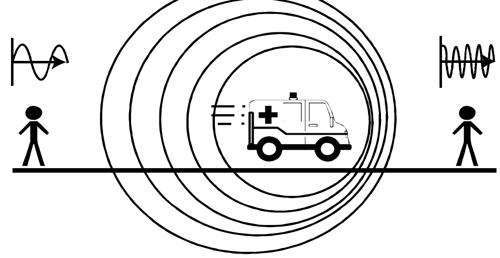


চিত্র: শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে ডপলার প্রভাব

**উদাহরণ:** ট্রেন যখন হুইসেল বাজিয়ে স্টেশনে আসে তখন আমাদের কাছে হুইসেলের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া দূরবর্তী নক্ষত্র হতে নিঃসৃত আলো পর্যবেক্ষণ করার সময় ডপলারের নীতি ব্যবহার করা হয়। ত্বকের ব্রণ সমস্যা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় ডপলার নীতি প্রয়োগ করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

**ডপলার ক্রিয়ার ২টি প্রয়োগ নিম্নরূপ:**

১. তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গের ডপলার ক্রিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়।

২. রাডারের সাহায্যে যে-সব বস্তু শনাক্ত তাদের গতি নির্ণয়ের জন্য ডপলার ক্রিয়া ব্যবহার হয়।

০৪. শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো:

- শব্দ এক প্রকার শক্তি।
- শব্দ এক প্রকার তরঙ্গ।
- কম্পমান বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে।
- শব্দশক্তি সঞ্চালিত হয় শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে।
- শব্দের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা যায়।
- শব্দ শূন্য মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে পারে না।
- শব্দের উৎস ও শ্রোতার মধ্যে একটি জড় মাধ্যম থাকতে হবে।
- উৎসের কম্পন ছাড়া শব্দের উৎপত্তি হয় না।

**০৫. শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গের কয়েকটি ব্যবহার লিখুন।** [৪৫তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

**শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গের কয়েকটি ব্যবহার:**

শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 20000 Hz-এর বেশি। নিচে এর কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:

- সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়, হিমশৈল, ডুবোজাহাজ, মাছের ঝাঁক ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়।
- পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে জাহাজের পথ প্রদর্শন।
- ধাতব পিণ্ড বা পাতে সূক্ষ্মতম ফাটল অনুসন্ধান।
- সাধারণভাবে মিশে যায় না এমন তরলসমূহের (যেমন- পানি ও পারদ) মিশ্রণ তৈরি।
- সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা।
- ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা।
- রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা।

**০৬. শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাদা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হলে কি কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে?** [৪৪তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

সাদা যৌগিক আলো তাই এর নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য নেই। তবে সাদার উৎপত্তি বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল এর সংমিশ্রণ থেকে তাই এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ধরা হয় ধরা হয় $380 - 780$ nm.

নির্দিষ্ট মাধ্যমে তরঙ্গ বেগ ধ্রুবক। সেক্ষেত্রে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস করার অর্থ হলো, $f = \frac{v}{\lambda}$ সূত্র অনুসারে কম্পাঙ্ক f এর বৃদ্ধি।

বাতাসের জন্য এই কম্পাঙ্ক,

$$f = \frac{350\ m/s}{700nm}$$
$$= \frac{350}{700\times10^{-9}}\ Hz$$
$$= 5\times10^{8}\ Hz$$

মানুষের শ্রাব্যতার পাল্লা- $20Hz - 20{,}000$ Hz

সুতরাং সাদা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ মানুষ শুনবে না।

**০৭. ডেসিবেল কী? স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?** [৪৩তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

**ডেসিবেল:** শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একককে ডেসিবেল বলে। শব্দের তীব্রতা 10 গুণ বৃদ্ধি পেলে শব্দোচ্চতা যে পরিমাণ বাড়ে তাকে 1 বেল বলে। 1 বেল এর দশভাগের এক ভাগকে 1 ডেসিবল বলে।

**স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা**

পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে 120 dB এর অধিক তীব্রতার শব্দ ক্ষতিকর হলেও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই মাত্রা 115 dB।

**০৮. যানবাহন ও লাউডস্পিকার দ্বারা সৃষ্ট শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?** [৪৩তম বিসিএস]

**নমুনা উত্তর:**

**যানবাহন ও লাউডস্পিকার দ্বারা সৃষ্ট শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল:**

i. শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, রাজউক, নিজ নিজ এলাকার মধ্যে আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প ও নীরব এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে স্ট্যান্ডার্ড সাইনবোর্ড স্থাপন করবে যাতে যানবাহনের চালকগণ সহজে বুঝতে পারবে কোথায় হর্ন বাজানো আইনত দণ্ডনীয়।

ii. বিধিমালা অনুযায়ী সড়কে চলাচল করে এমন যানবাহনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত শব্দের তীব্রতা ৮৫ ডেসিবেল। যানবাহনের ফিটনেস প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রতিফলন শব্দ দূষণের মাত্রা বহুল অংশে কমিয়ে আনবে।

iii. লাউড স্পিকার, মাইকের অযাচিত ব্যবহার রোধে শব্দ দূষণ বিধিমালায় সরাসরি কোন ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। এই জাতীয় শব্দ দূষণ রোধকল্পে অযাচিত লাউড স্পিকার ব্যবহারে দণ্ডের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নাগরিকদের সচেতন হতে হবে।

iv. বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

v. গাড়িতে/ যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার চিরতরে নিষিদ্ধ করা।

vi. চালকদের শব্দ সচেতনতা যাচাই করে লাইসেন্স দেওয়া।